অধ্যাপক শীতাংশু মৈত্র

মোহনলাল

ঐতিহাসিক নাটক

অধ্যাপক শ্রীশীতাংশু মৈত্র

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
3215
LIBRARY.
১৩.৭/৫২
Agartala.

প্রদীপ পাবলিশার্স
৩।২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক ঃ
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার
প্রদীপ পাবলিশার্স
৩।২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২।

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীকার্তিকচন্দ্র দে
নিউ মদন প্রেস
৯৫ নং বেচু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯।

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ
মণীন্দ্র মিত্র

প্রথম অভিনয় করেছিলেন ঃ
লোক সংস্কৃতি সংঘ
ডিসেম্বর, ১৯৫১,
ই আই আর ম্যানসন ইনষ্টিটিউটে (বর্তমান নেতাজী ইনষ্টিটিউট)

ভূমিকা

শীতাংশুবাবুর "মোহনলাল" হাতে পেয়েই মনে হল—এ ত সেই পুরোনো "সিরাজ-উদ্দৌলা"রই রূপভেদ, নতুন কথা আর কি থাকবে। একটু নিরাগ্রহেই পড়তে বসলাম। কিন্তু পড়তে শুরু ক'রে এক বারেই শেষ ক'রে ফেলে ভাবনা জাগল মনে—এ ত ঠিক পুরোনো কাসুন্দি নতুন জারে পরিবেশন নয়; এ যে দেখি আমাদের দু'শ বছর আগেকার সেই জাতীয় বিপর্যয়, যা প্রচারে এবং অপপ্রচারে কখনও আকস্মিক দুর্ঘটনা, কখনও ব্যক্তিগত বিশ্বাসঘাতকতা কখনও বা চক্রীদলের স্বার্থপরতা হিসাবে প্রতিভাত, সেই বিপর্যয়কে নতুন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখবার চেষ্টা। এখানে সারা বাংলার ঘটনা শুধু সিরাজ-জগৎশেঠ-মীরজাফরের ত্রিভুজে সীমিত নয়; এখানে বাঙালীর অন্য রূপ ফুটে উঠেছে। এক জাতিতে পরিণীয়মান হিন্দু ও মুসলমানের অসংগঠিত জাতীয় চেতনা এবং সেই চেতনার তীক্ষ্ণ সূচীমুখ মোহনলাল ও মীরমদন, অন্যদিকে অনভিজ্ঞ তরুণ সিরাজের ভীতিবিহ্বল অব্যবস্থিতচিত্ততা, ঔদার্য্য, সাহস এবং এই সবের পিছনে সামন্ত ও বণিকদের প্রচুরতর অর্থ ও ক্ষমতার আশায়, উন্মীলিয়মান জাতীয় চেতনার সম্পূর্ণ বলিদান—এই জটিল আবর্তের রূপদান করবার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার শীতাংশু মৈত্র। এখানে সাধারণ বাঙালী এবং তাদের অসংগঠিত প্রতিরোধ অনেকখানি স্থান ত দখল করেছেই—ইতিহাস শুধু রাজা-রাজড়ার ইতিহাস না হ'য়ে পথের খেটেখাওয়া মানুষের সামুহিক প্রচেষ্টাকে নূতন মর্যাদা দেবার প্রয়াসে উজ্জ্বল। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল এই যে, আমাদের যে জাতীয় মুক্তি এখনও অসমাপ্ত সেই অপূর্ণ মুক্তি সংগ্রামের নবতর দৃষ্টি নিয়ে অতীত ও ভবিষ্যৎ-কে

এই যে দেখবার চেষ্টা, এর মধ্যে ঐতিহাসিক Realismকে কোথাও বিশেষ ক্ষুণ্ণ না ক'রে তিনি যে ঘটনাবলীর ফাঁক কল্পনায় ভরাট করবার চেষ্টা করেছেন এবং সে চেষ্টা নাটকের মূল ঐতিহাসিক সত্যকে উজ্জ্বলতর করবার জন্যেই – এ গভীর শিল্পদৃষ্টির পরিচায়ক।

সমালোচনার অনেক কিছুই আছে কিন্তু আমি আগে ভাগে সমালোচক হতে চাই না। সবাই পড়ে বলুক কেমন লাগল। আর আমার আসল কথাটা আগেই বলে দিয়েছি। সব শেষে এইটুকু বলি যে নাটকের সার্থকতা তার অভিনয়ে, মঞ্চমূল্যই তার আসল মূল্য। সেখানে এ নাটক কেমন জমে তাই দেখবার আশায় রইলাম। ইতি

শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

কলিকাতা

১৯।৪।৫৩

দৃষ্টিকোণ

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রই প্রথমে বাঙলার নব জাগ্রত জাতীয় চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে পলাশীর ইতিহাসের নাট্যরূপ দান করেন। নবীন সেনের চোখে যা ধরা পড়েনি গিরিশচন্দ্রের চোখে সেই জাতীয় বিয়োগান্ত নাটকের মূল সূত্রটি ধরা পড়েছিল। অবশ্য এর কারণও ছিল। গিরিশচন্দ্র বাস করছিলেন বাংলার নবজাগরণের যুগে। তাই নবীন সেন সিরাজকে দেখেছেন দুর্বৃত্ত মুসলমান হিসেবে আর গিরিশচন্দ্র দেখেছেন বাঙালীর শেষ স্বাধীন অধিনায়ক হিসেবে। নবীনসেনের মোহনলাল সাম্প্রদায়িক নেতা; পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পতনে তাই নবীনসেনের স্বস্তির নিঃশ্বাস। গিরিশচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধের নায়ক সিরাজের মধ্যে দেখেছেন নির্মীয়মান বাঙালী জাতির অকালে আকস্মিক রাহুগ্রাস। মোহনলাল এই জাতীয় বিপর্যয়ের উপনায়ক মাত্র। আমি শুধু এই উপনায়কটিকে নিয়ে ক্ষীণ প্রচেষ্টা শুরু করেছি মাত্র।

মোহনলালের হত্যার ব্যাপারে স্থান পরিবর্তন করা ছাড়া আর কোনো লক্ষণীয় অনৈতিহাসিকতা এই নাটকে নেই। মাধুরীর চরিত্রের কোনো ঐতিহাসিকতা প্রায় নেই বললেই চলে। তাই ঐ চরিত্রকে আমি মনোমত চালনা করেছি। নামটি অন্য নাট্যকারেরা গ্রহণ করেছেন বলেই আমিও নিয়েছি; নইলে ঐ নামেরও কোনো ঐতিহাসিকতা নেই। তবে মোহনলালের ভগ্নীর বর্গীদের হাতে লাঞ্ছনা থেকে আরম্ভ ক'রে তিনি সিরাজের প্রণয়িনী ছিলেন—এই সমস্ত জনশ্রুতিরই আমি সুযোগ গ্রহণ করেছি। জগৎশেঠেরা অবশ্য দুই ভাই ছিলেন কিন্তু নাটকীয় মূল্যের দিক থেকে দুজনেরই এক ও অভিন্ন ব্যক্তিত্ব। আচার্য গিরিশচন্দ্রও দুটি চরিত্র নামে মাত্রই রেখেছেন। আমি চরিত্র ও ঘটনার পরিমিত প্রয়োগের খাতিরে একজন জগৎশেঠকেই এই নাটকে স্থান দিয়েছি।

জানি না, এই নাটকের কোনো মূল্য আছে কিনা। তবু যে আচার্য মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য পাণ্ডুলিপি প'ড়ে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন, সে শুধু তাঁরই মহত্ত্বের পরিচায়ক। —ইতি

২০।৫।৫৩ গ্রন্থকার

কুশীলব ঃ

মোহনলাল—অন্যতম সেনানী ; মহারাজ।

মীর মদন—অন্যতম সেনানী

মিরজাফর—সেনাপতি

মাণিকচাঁদ—সেনানী ; মহারাজ

উমিচাঁদ—বণিগ্ প্রধান

রাজবল্লভ—সেনানী ; মহারাজ ; ঘসেটিবেগমের প্রণয়ী

রায়দুর্লভ—সেনানী ; মহারাজ ; মোহনলালের প্রতিদ্বন্দ্বী

কৃষ্ণচন্দ্র—সেনানী ; মহারাজ ; নদীয়াধিপতি

সিরাজউদ্দৌলা—বাংলার নবাব

জগৎশেঠ—প্রধানতম শ্রেষ্ঠী

ইয়ার লতিফ—জগৎশেঠের ব্যক্তিগত বাহিনীর অধ্যক্ষ

রবার্ট ক্লাইব—ইংরেজপক্ষের অধিনায়ক

মেজর ওয়াটস, কর্নেল কিলপ্যাট্রিক, ক্যাপ্টেন লাশিংটন,

মেজর কুট, ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট—ক্লাইবের অধীনস্থ সেনানী

সিনফ্রে – নবাব পক্ষে ফরাসী গোলন্দাজ অধ্যক্ষ

উমরবেগ— মিরজাফরের চর

লুৎফ-উন্নেশা—নবাবের প্রধানা বেগম

আলিবর্দী বেগম – সিরাজের মাতামহী

মাধুরী—মোহনলালের অবিবাহিতা, বর্গী-লাঞ্ছিতা ভগ্নী

রাণী ভবানী—নাটোরের মহারাণী

বিপিন, অজয়—নাগরিক

ভূষণ সর্দার—গ্রাম্য নিম্নশ্রেণীর দলপতি ; পরে গ্রামরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক

কমলা – গ্রাম্য যুবতী।

[১০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিয়ে কারাগার থেকে মহারাজ মাণিকচাঁদ মুক্ত হবার পরেই মহিমাপুরে জগৎশেঠের প্রাসাদের ভিতর গুপ্তকক্ষে গুপ্তমন্ত্রণা চলছে। জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ মাণিকচাঁদ, রাণীভবানী—উপস্থিত। ভবানী চিকের আড়ালে উপবিষ্ট।]

মাণিক চাঁদ। [তাকিয়া একপাশে সরিয়ে রেখে, সোজা হ'য়ে ব'সে] মহারাণী কি ভুলে গিয়েছেন কেন তাঁর কন্যার মিথ্যা মৃত্যুর সংবাদ রটনা ক'রে বড়নগর থেকে তাঁকে নাটোরে পালাতে হয়েছিল? তারা মা লাঞ্ছনার হাত থেকে বেঁচেছিলেন মহারাণী ভবানীর কন্যা ব'লে। কিন্তু বাংলা দেশের ঘরে ঘরে কুমারী বিধবা সধবাকে ভবানী বাঁচাতে পারেন নি। তাদের আর্তনাদ কি মহারাণীর কানে পৌঁছায় না? তিনি নারী হ'য়ে কি ক'রে এই পাপিষ্ঠের পক্ষে কথা বলছেন? আর ভেবে পাই না কিসের মোহে মোহনলাল হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর সর্বনাশ করছে; পদলেহন করছে ঐ নরাধম সিরাজের! এত বড় স্পর্ধা ঐ সিরাজের যে আমাকে কারারুদ্ধ করে!

অথচ আমিই না কলকাতা দুর্গ জয় ক'রে ইংরেজকে শায়েস্তা করেছিলাম। সেই ইংরেজ উপকারের মূল্য দেয় আর যার জন্যে জীবনপাত করি সে কারাগারে নিক্ষেপ করে! অসহ্য!

জগৎশেঠ। সিরাজের অত্যাচারে হিন্দূ-মুসলিম পার্থক্য নাই। জনাব জাফরআলি খাঁকেই কি সে ছেড়ে দিয়েছে? চারিদিকে সিরাজের গুপ্তচর আমাদের ছিদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। সুযোগ পেলেই আমাদের সকলেরই দশা ঐ মহারাজ মাণিকচাঁদের মতই করবে। পাপের পথে আমরা কণ্টক বই ত নয়। মোহনলালের মত সিরাজকে ভগ্নীদান ক'রে নিজেদের নিরাপত্তা ক্রয় করতে পারব না। [উত্তেজিত হ'য়ে] আমার বংশের কুলকামিনীর অভিসম্পাত সফররাজ খাঁ সহ্য করতে পারে নি; আর সমস্ত বাংলার অভিসম্পাত সহ্য করতে পারবে এই ইসলাম-কলঙ্ক সিরাজ!

ভবানী। [স্থির কণ্ঠে] সিরাজ যে অসচ্চরিত্র ছিল এ কথা ত আমি অস্বীকার করিনি। কিন্তু দুই-এক জন ছাড়া সব নবাব-বাদশাই ত ঐ দোষে দোষী। এখানে যাঁরা সমবেত হয়েছেন তাঁরা কি ঐ অপরাধে অপরাধী সকলকে শাস্তি দিতে রাজী আছেন? [অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করলেন উমিচাঁদ আর মীরজাফরের দিকে] এ কথা আপনাদের কারও অজানা নেই যে আলিবর্দীর মৃত্যুশয্যায় শপথ করার পর সিরাজ আর

পানপাত্র স্পর্শ করে নি। [সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন] সিরাজের সেই আগের উচ্ছৃঙ্খলতা স্মরণ ক'রে আজ আপনারা কিসের আশায় ইংরেজের হাতে বাংলাদেশকে তুলে দিতে যাচ্ছেন ?

উমিচাঁদ। ইংরেজের হাতে মানে ?

ভবানী। হাঁ, ইংরেজের হাতে। যার বলে জাফর আলি খাঁ আজ তখতে বসতে যাচ্ছেন সেই ইংরেজ কি তাঁকে নবাবীতে বসিয়ে কুর্ণিশ করবে ? ইংরেজ যদি শুধু বণিক হয় তাহলে তার কিসের দরকার কাশিম বাজারের আর কলকাতার দুর্গের ? কিসের দরকার ছিল তার নূতন দুর্গ নির্মাণ করবার পলতার কাছে ? কিসের প্রয়োজন তার ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাদের এখান থেকে বিতাড়িত করবার ? দেশের নবাবকে অঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সে কোন সাহসে এখানে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ লিপ্ত হয় ? তাকে সাহস দিয়েছেন আপনারা।

রাজবল্লভ। মহারাণী উত্তেজনার মুখে আমাদের উপর অকারণ দোষারোপ করছেন। আমরা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চাই বইত নয়।

ভবানী। [ক্রুদ্ধ হ'য়ে] তুলতে চাইলেই ইচ্ছে ক'রে বেঁধানো কাঁটা তোলা যায়না মহারাজ রাজবল্লভ। যে ইংরেজ অবাধে বাণিজ্য ক'রে রাজকোষকে ফাঁকি দিচ্ছে, যে ইংরেজ ঐ শেঠ উমিচাঁদের কুলকামিনীদের

পর্য্যন্ত অপমান ক'রে তাঁকেই কারারুদ্ধ ক'রেছিল, যে ইংরেজকে আপনি স্বয়ং ঢাকায় থাকতে শাস্তি দিতে বাধ্য হ'য়েছিলেন, যারা দাক্ষিণ্যত্যে ইতি-মধ্যেই রাষ্ট্রক্ষমতায় ভাগ বসিয়েছে আর এখানে পুঁতি বিক্রী ক'রে লাখোলাখো টাকা স্বদেশে পাঠাচ্ছে সেই কুমীরকে আপনি খাল কেটে আনছেন কোন্ সাহসে? সিরাজ যত অপরাধই ক'রে থাক তবু ত সে এই দেশীয় নবাব। আপনারা সকলে মিলিত হ'য়ে তাকে শাস্তি দিন। সে তরুণ যুবক। আপনাদের মত সেনাপতি এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে সে কতক্ষণ দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এই ভারতের বুকে আবার বিদেশী বণিককে বাঁশগাড়ি কর'তে দেবেন না।

মিরজাফর। [দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে] আলিবর্দীর মৃত্যু-শয্যায় শপথ ক'রেছিলাম যে সিরাজকে রক্ষা করব। কিন্তু শাসন যে করবে না, শুধু বিলাসে মত্ত হবে, আর সন্দেহবশে আমাদের পদে পদে ক্ষমতাচ্যুত ক'রে অপমান করতে আসবে, তাকে কি শাস্তি দিয়ে ভালো করা যায় মহারাণি?

ভবানী। [এই ভানকরা সাধুতায় অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হ'য়ে] সিরাজের প্রতি আমার কোনো ব্যক্তিগত স্নেহ নেই জাফরআলি খাঁ। তারার অপমান আমি আজও ভুলিনি। কিন্তু তাই ব'লে আমি ব্যক্তিগত কারণে দেশের সর্ব্বনাশ ডেকে আনতে পারি না।

আপনারা ব্যক্তিগত স্বার্থে দেশকে বলি দিতে চ'লেছেন। আর সে বলি দেওয়ার চেষ্টা আজ আপনার প্রথম নয়। বর্গীর হাঙ্গামার সময় আপনি ছিলেন আলিবর্দীর সিপাহ্-শালার। একান্ত বিশ্বাসে তিনি যখন আপনাকে বর্গী দমনে পাঠালেন আপনি তখন মেদিনীপুর পর্যন্ত গিয়ে আতাউল্লার সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রলেন আলিবর্দীকে সিংহাসনচ্যুত করবার [মিরজাফর মুখ নীচু করলেন] আজ আপনারা সকলে সিরাজকে চরিত্রদোষে মসনদ থেকে সরাতে চাইছেন। চরিত্রই যদি বড় কথা হবে তবে কোন্ মুখে লম্পটের অপদার্থ শওকৎজংকে সকলে মিলে গত বছর সিরাজের জায়গায় বসাতে গিয়েছিলেন ?

রাজবল্লভ। বাদশাহের ফরমান-এর বিরুদ্ধাচরণ করতে বলেন আপনি ? সিরাজ কেন ফরমান আনিয়ে নেয়নি ?

ভবানী। [জগৎশেঠকে] কি শেঠজী, বাদশাহের ফরমান সিরাজকে আনিয়ে দেবার ভার আপনার ছিল না ? [খানিকক্ষণ স্তব্ধতার পর রাজবল্লভকে লক্ষ্য ক'রে] ঘসেটি বেগমের সঙ্গে আপনার এত দহরম মহরম কি একান্ত নিঃস্বার্থ রাজা রাজবল্লভ ?

[রায়দুর্লভ উঠে পদচারণা করতে লাগলেন]

[হেসে] আপনারা সকলেই তখ্‌তে বসতে চান কিন্তু মসনদ ত একটা আর তাতে বসবে ইংরেজ, আপনারা নয়।

রায়দুর্লভ। আমরা শিশু এই মহারাণি। উপদেশের বদলে মন্ত্রণায় সাহায্য করবেন এই আশাতেই আপনাকে ডাকা হয়েছিল।

ভবানী। [চিকের পেছনে দাঁড়িয়ে উঠে] আমারই দেশের টাকা ইংরেজ আমাকে উৎকোচ দিতে সাহস করেনি ব'লেই বোধ হয় আপনাদের মন্ত্রণা দিতে পারলাম না। তাছাড়া আমি স্ত্রীলোক—আমাকে ত আপনারা মসনদে বসাবেন না।

রায়দুর্লভ। আমাদের এই মন্ত্রণার খবর মোহনলালের কাছে যথারীতি পৌছে দেবেন আশা করি। সে ভগ্নীপতির বড়ই শুভাকাঙ্খী কি না!

ভবানী। [সভার মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে] ইংরেজকে আপনারা কেউই ভগ্নীদান করেন নি; তবু আপনাদের এত ইংরেজ প্রীতি কেন?

[নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রবেশ। তিনি ঢুকেই স্ফুরিতাধরা রাণী ভবানীকে দেখে বিস্মিত হ'য়ে সকলের দিকে একে একে তাকাতে লাগলেন।

জগৎশেঠ ও মিরজাফর। আসুন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, আসুন।

[তিনি আসন গ্রহণ করলেও সকলে নির্বাক]

ভবানী। [কৃষ্ণচন্দ্রকে লক্ষ্য ক'রে] আপনিও এই খাল কেটে কুমীর আনার দলে? এতটা আশা করিনি মহারাজ!

রায়দুর্লভ। মহারাণী আমাদের সকলকে মোহনলালের অধীনে মনসবদার হতে উপদেশ দিচ্ছেন।

মাণিকচাঁদ। কিন্তু মহারাজ মোহনলালের ছায়া কি নবাব সিরাজদ্দৌলার মাথা রাখতে পারবে? [সকলের মৃদু হাস্য]

ভবানী। [স্থিরদৃষ্টিতে তাঁদের সকলের দিকে তাকিয়ে] সন্দেহ হয় আপনারা বাঙালী কিনা। বাঙালী হ'লে কি এমনি ক'রে বাংলা দেশকে সাতসমুদ্দুর তের নদীর পারের বণিকের পায়ে সঁপে দিতে পারতেন? মোহনলাল কাশ্মীর থেকে এসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে আপনাদের কাছে কতই না দুর্নাম কিনছেন। আর আপনারা! বাঙালী হ'য়ে বাংলার সর্বনাশ করছেন, ভারতের সর্বনাশ ডেকে আনছেন! আপনারা কি?

মীরজাফর। নগণ্য মানুষ।

ভবানী। আর মোহনলাল?

রায়দুর্লভ। বোধহয় দেবতা?

ভবানী। না, মানুষ, যে মানুষ দেশের মাটিকে ভালবাসে।
[ধীর পদে ভবানীর প্রস্থান]

মীরজাফর। এখানে আর অধিকক্ষণ আমাদের বিলম্ব করা কর্তব্য নয়। কিন্তু আপনারা যখন আমাকেই এই গুরুদায়িত্ব বহন করতে বলছেন তখন আমার পক্ষে 'না' বলা সাজে না। সিরাজ মোহনলালের সহায়তায় আমার ওপর কড়া নজর রাখায় কাশিমবাজার থেকে ওয়াট্স্ স্ত্রীলোকের বেশে

জাফরাগঞ্জে এসেছিল। কথাবার্তা সব ঠিক। কলকাতায় সন্ধি-পত্র শুধু ওয়াটসন সাহেবের সই এর প্রতীক্ষায়। [উমরবেগের প্রবেশ] এই যে উমরবেগ। শীঘ্র কলিকাতা অভিমুখে রওনা হও। আমাদের লিখিত প্রতিশ্রুতি ওয়াট্‌স্‌ মারফৎ পাঠিয়েছি। [চারিদিকে তাকিয়ে] কোরাণ স্পর্শ ক'রে শপথ ক'রেছি—আপনারা যেন আমাকে কার্যকালে পরিত্যাগ করবেন না।

উমিচাঁদ। আমার দশলক্ষ মুদ্রার কমবেশী করা চলবেনা একথা ক্লাইবকে আপনি পত্রে লিখে দিয়েছেন ত আর একবার ?

জগৎশেঠ। ভাবছেন কেন শেঠজী ? ইংরেজের টাকশালও আমার এই মহিমাপুরেই প্রতিষ্ঠিত হবে।

মীরজাফর। উমরবেগ, ক্লাইব যেন শর্তপত্রের এক অনুলিপি তোমার মারফৎ যথাশীঘ্র মুরশিদাবাদে প্রেরণ করেন। [নিম্নকণ্ঠে] আর কলকাতাতেও চোখ মেলে চেয়ে দেখবে।

উমরবেগ। তাতে বান্দার কোন কসুর হবে না হুজুর।

উমিচাঁদ। আমার ওখানে গিয়েই উঠবে [কুর্নিশ ক'রে উমরবেগের প্রস্থান]

[বাইরে দ্রুত অশ্বপদশব্দে সকলে চকিত হ'য়ে উঠলেন। সকলের মুখেই অতিশয় আশঙ্কা।]

রাজবল্লভ। আমাদের এখানে আর বিলম্ব করা কোনোক্রমেই

উচিত নয়। শেষে কি হোসেনকুলির মত রাস্তায় মুণ্ড গড়াবে না কি। [তিনি উঠে পড়লেন]

রায়দুর্লভ। হাঁ, রাজা ত এখন হোসেনকুলির স্থলাভিষিক্ত।

জগৎশেঠ। পরষ্পরের ছিদ্রান্বেষণের সময় এ নয়।

[নন্দকুমারের প্রবেশ]

আসুন, আসুন নন্দকুমার। এ সময়ে এখানে? হুগলীর অবস্থা কি?

নন্দকুমার। [আসন গ্রহণ ক'রে] হুগলীর নূতন ফৌজদার আপনাদের কথামতই কাজ করবেন। সেই খবর দিতেই আমি জাফরাগঞ্জ হ'য়ে এখানে আসছি। কিন্তু জাফর আলি খাঁ, আপনার প্রাসাদের অবস্থা দেখে ত মনে হল আপনি অবরুদ্ধ। এমন কি আমাকেও রক্ষীরা অনেকদূর পর্যন্ত অনুসরণ ক'রে এসেছে। ভাবে মনে হয়, আজকের সভার কথা ও মহলে জানাজানি হয়ে গিয়েছে।

মীরজাফর। [অশোভন ব্যগ্রতায়] তাহলে আজ.........

সকলে। হাঁ, আর দেরী নয়।

[সকলে প্রস্থানোদ্যত]

কৃষ্ণচন্দ্র। [জনান্তিকে জগৎশেঠকে] মোহনলাল থাকতে কিন্তু ঘটনাটা সহজ হবে না।

জগৎশেঠ। হুঁ। সে ব্যবস্থাও হয়েছে। জাফর আলিকে বলেছিলাম সিরাজকে মৌখিক আশ্বাস দিয়ে সৈনাপত্য মোহনলালের হাত থেকে নিয়ে নিতে।

আজই প্রত্যূষে জাফর আলি কোরাণ ছুঁয়ে আর মীরণের মাথায় হাত দিয়ে শপথ ক'রেছে সিরাজের সব দোষ ভুলে গিয়ে তার সেনাচালনার ভার গ্রহণ করবে। তাই নন্দকুমারের কথায় ফের খটকা লাগছে। আজকের সভার কথা প্রকাশ হ'য়ে গিয়েছে বোধহয়।

মীরজাফর [এঁদের কথায় কান দিয়ে] সৈন্যেরা তলপ না পেলে এক পাও নড়বে না। তলপ ত শেঠজীর হাতে। তাছাড়া কোরাণে ছোঁড়ার বড়ই বিশ্বাস। [মৃদু হাস্য]

[সকলের একে একে প্রস্থান]

২য় দৃশ্য।

[মহরাজ মোহনলালের প্রাসাদের কক্ষ। চিন্তাকুল মোহনলাল পদচারণা করছেন। মাধুরীর প্রবেশ]

মাধুরী। তোমাকে আজ এত চিন্তিত দেখছি কেন দাদা? [মোহনলাল মুখ তুলে তাকিয়েও কোন উত্তর দিলেন না; শুধু মাধুরীর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন।] আজ কি সংবাদ খুব খারাপ ?

মোহনলাল। এ সব যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে তুই কেন মাথা ঘামাস বল্ ত মাধুরী ?

মাধুরী। তোমরা বাইরে যুদ্ধ কর, ঘরে আমাদের প্রাণ

যায়। আমরা ত সম্পত্তি বই কিছুই নই; কেবল হাত বদলাই। এই বর্গীরা এল, আমাদের নিয়ে যা খুশী তাই করল; পুরুষদের ধরতে না পারলে রাগ তুলল আমাদের ওপর দিয়ে। এই-বার দেখ, শাদা ইংরেজ কালো মেয়েদের দাসী বানায় কি না!

মোহনলাল। [হেসে, তার দিকে তাকিয়ে] এত রাগ কেন রে পাগলি?

মাধুরী। রাগ ত তোমরাই করাও। কষ্ট তোমরা একা পাও না অথচ আমাদের একটু আগে থেকে বলতেও তোমাদের সম্মানে বাধে। [সরে গিয়ে জানালায় দাঁড়াল]

মোহনলাল। [জানালার কাছে গিয়ে] এইমাত্র খবর পেলাম জগৎশেঠের বাড়ী দেশহন্তাদের সভা শেষ হয়েছে —ইংরাজের হাতে সোণার বাংলাকে তুলে দেবার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ। কিন্তু আজই সকালে মিরজাফর, উঃ [মাথার দুইদিক চেপে ধরলেন,] আজই সকালে কোরাণ ছুঁয়ে আর নিজের ছেলের মাথায় হাত দিয়ে শপথ ক'রে সৈন্যাপত্য ফিরে পেয়েছে; পাপিষ্ঠ আজই তা ভাঙতে দ্বিধা করল না!

মাধুরী। [বেগে ফিরে দাঁড়িয়ে] তোমার সৈন্য ত আছে। সিনফ্রের গোলন্দাজেরা তোমার সঙ্গে লড়বে। আর মীরমদন। তোমরা তিনজন থাকতে—

মোহনলাল। আমরা ত মনসবদার মাত্র। সেনাপতির হুকুম ভিন্ন এক পাও আমরা এগুতে পারি না।

মাধুরী। হুকুম মানবে না।

মোহনলাল। হুঁ।

মাধুরী। আচ্ছা, দেশের অগণিত মানুষও কি এই দেশবেচা সহ্য ক'রবে? শুনেছি চন্দননগর দখল ক'রে ইংরেজ মানুষের বাড়ী ঘর পুড়িয়ে, ক্ষেত খামার মাড়িয়ে, ন'দে, বর্দ্ধমান একেবারে শেষ ক'রে দিয়েছে। সেই সব মানুষ ইংরেজকে শিক্ষা দেবে না?

মোহনলাল। দেশের মাথারাই যখন মাথা বিকিয়ে দিচ্ছে তখন সাধারণ মানুষ কি ক'রবে বোন?

মাধুরী। উঃ আমি যদি পুরুষ হতাম!

মোহনলাল। [সকৌতুকে] তাহ'লে কি করতিস্?

মাধুরী। দিবারাত্রি ঘরে ঘরে গিয়ে প্রতিটি মেয়ে পুরুষকে বলতাম—ইংরেজ আর ইংরেজের কুকুরদের যেখানে দেখবে সেইখানে কাটবে [চোখ ছল ছল ক'রে উঠ্‌লো তার] কিন্তু আমাদের মেয়েদের জীবন কি? সারা জীবন কেটে যায় শুধু কোনোরকমে দুর্নাম এড়িয়ে চলতে আর তোমাদের মন জোগাতে। অত্যাচারী আসবে, অত্যাচার করবে; তবু প্রতিবাদ ক'রতে শেখাবে না—ঘরে অসূর্য্যম্পশ্যা ক'রে রেখে দেবে কেন? আমরা কি মানুষ নই? [পরিচারিকার প্রবেশ। তার হাত থেকে লেখন নিয়ে] 'কাশিমবাজার

দুর্গ হইতে প্রাপ্ত ইংরেজের নূতন ধরণের হাল্কা কামানের ছাঁচ তৈয়ারী সম্পূর্ণ হইয়াছে। জনাব একবার পরিদর্শন করিতে আসিলে ভালো হয়।"

ইতি—বিনীত সুধন্বা কর্মকার।

মোহনলাল। আরে. সুধন্বা এর মধ্যেই ছাঁচ তুলে ফেলেছে! কি রকম দক্ষ কারিগর এরা! ঐ হাল্কা কামানের জন্যই যুদ্ধে ইংরেজ যেটুকু সুবিধা পায়। আমাদের ভারী কামান নড়াতেই লাগে এক দণ্ড। এইবার দেখব ইংরেজকে……। [শূন্যে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ ক'রে] কিন্তু কি হবে এই কামান তৈরী ক'রে……।

মাধুরী। সে কি? না দাদা, অত নিরাশ হয়ো না। হাতে অস্ত্র থাকতে শত্রুকে ভয় কিসের? শত মির……

[মোহনলাল চকিতে তার মুখের উপর হাত দিয়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে পরিচারিকার প্রতি]

মোহনলাল। যাও। [পরিচারিকার প্রস্থান] দেওয়ালেরও কান আছে। উত্তেজনার মুখে তুমি যেটা বলবে সেটা মুখে মুখে ও রটিয়ে দেবে কাল সকালের মধ্যেই।

মাধুরী। ও কি মিরজাফরকে শ্রদ্ধা করে?

মোহনলাল। না, কিন্তু টাকা চায়। আমার বাড়ীর লোকেদের কাছ থেকে খবর আদায়ের জন্য মিরজাফরের অনেক চর আছে। ঐ চিঠিটাই তোমার ওর সামনে পড়া উচিত হয় নি। [চিঠিখানা হাত থেকে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন]

মাধুরী। কি জানি, আমার ত মনে হয়, দেশে এমন লোক নেই যে মিরজাফরকে ঘৃণা না করে। ইচ্ছে করে···

[হাত মুঠো করল]

মোহনলাল। জাফর আলির মাথাটা গুঁড়িয়ে দিই কেমন [হাস্য]

মাধুরী। তুমি হাসছ !

[পরিচারিকার প্রবেশ। তার হাত থেকে পত্র নিয়ে প'ড়ে মোহনলালকে দিল] [পরিচারিকার প্রস্থান]

মোহনলাল। [পত্রপাঠান্তে] এই মীরমদনও মুসলমান আর মিরজাফরও মুসলমান। একজনা আমার প্রাণ রক্ষার জন্যে সংবাদ দিচ্ছে আর একজনা আমার প্রাণবধের উদ্যোগ করছে।

মাধুরী। তোমরা দুইজনে বাঙালী ; বাংলাকে ভালোবাস— সেখানে হিন্দুমুসলিম নেই। আর মিরজাফরর, জগৎশেঠ দেশকে ভালবাসে না—টাকাকে ভালো-বাসে—ওরা মুসলমানও নয়, হিন্দুও নয়—ওরা দালাল।

মোহনলাল। [পদচারণা করতে করতে] আমাকে আর মীর আলিকে সরাতে পারলেই ওর পথ নিষ্কণ্টক হয়। ইংরেজকে দেশটা সঁপে দেবার জন্যে ও যেন মরিয়া হ'য়ে উঠেছে। [দাঁতে দাঁতে ঘষলেন]

[ত্রস্তে পরিচারিকার প্রবেশ]

কি সংবাদ ?

পরিচারিকা। খিড়কীর দরজায় পাল্কী লেগেছে। এক বিবি দেখা করতে চান মহারাজের সঙ্গে।

[প্রস্থান]

মাধুরী। খবর না দিয়ে মেয়েছেলে! উঁহুঁ দাদা, তোমার দেখা করা চলবে না। আগে পালকী তল্লাসী ক'রে তবে আনতে হুকুম দাও।

মোহনলাল। [হেসে] তুমিই তাহলে তল্লাসীর ভার নাও।

[মাধুরীর প্রস্থান]

কে আছ?

[পরিচারকের প্রবেশ]

দেহরক্ষী আটজন সওয়ারকে বারিকে এখনই তৈরী হ'তে বল। জলদি।

[পরিচারকের কুর্ণিশ ক'রে প্রস্থান]

(স্বগত) চন্দননগর থেকে নদীয়া পর্যন্ত কোথাও একদল লোকও এই ইংরেজকে বাধা দিল না! তারা অত্যাচার ক'রে নিশ্চিন্তে ফিরে গিয়ে এখন সিংহাসনের দিকে হাত বাড়াল! বাংলার মানুষ শুধু মরতে জানে—বর্গীর অত্যাচারে মরে, ইংরেজের অত্যাচারে মরে। যে হাত ফসল ফলায় সেই হাত একবার কাস্তে উঁচিয়ে ধরতে পারে না। ......কোনো উপায় ত দেখছি না। ঘরে ঘরে গিয়ে জাগিয়ে তোলা—ছেলেমানুষ মাধুরী—তার আগেই যে সব শেষ হ'য়ে যাবে।

[আগন্তুক প্রবেশ ক'রে দ্বার রোধ করল। জানালাগুলিও সব বন্ধ ক'রে দিয়ে, ছদ্মবেশ খুলে দাঁড়ালে দেখা গেল তিনি নবাব সিরাজউদ্দৌলা। মোহনলাল অতিমাত্র বিস্ময়ে মুহূর্ত নির্বাক থেকে, তারপর নতজানু হ'য়ে কুর্ণিশ ক'রে]
এখানে, জাঁহাপনা !

সিরাজ। হাঁ, মহারাজ ! আজ আমার আপনি ছাড়া আর সহায় কেউ নেই। [ব'লে মোহনলালের হাতে পত্র দিয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে একান্ত অসহায়ের মত ব'সে পড়লেন।] মীরজাফর যাতে অছিলা না পায় তাই এই বেশেই আসতে হল।

মোহনলাল। [পত্রপাঠ] "ইংরেজের কেবল অর্দ্ধেক ফৌজ কলিকাতায় আছে, অপরার্দ্ধ বোধ হয় কোনো গোপন পথে কাশিমবাজার যাত্রা করিয়াছিল। জাঁহাপনা সন্দেহবশে যখন পলাশী প্রান্তরে মীরজাফরকে পাঠান তখন তাহারা মীরজাফরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আবার আত্মগোপন করিয়াছে। আপনার কাছে মহারাষ্ট্রীয়দের দূতের চিঠি স্ক্রাফ্‌টন মারফৎ পাঠাইয়া দিয়া নিজেদের সাধুতার কপট প্রমাণ দিলে আপনি পলাশীপ্রান্তর হইতে মিরজাফরকে সৈন্য সরাইয়া আনিতে বলিলেন। সেই সুযোগে ইংরেজ যুদ্ধপ্রস্তুতি সমাপ্ত করিয়া এখন চন্দননগরের সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে রওনা হইতেছে। তাহাদের সঙ্গে মিরজাফরের চুক্তি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইতি—

বান্দা মতিরাম

সিরাজ। এখন বুঝলেন মহারাজ কেন আজ প্রত্যুষে মিরজাফর কোরাণ ছুঁয়ে শপথ করেছিল ? [শয্যা থেকে উঠে ক্ষিপ্র পদচারণা] আমি আজ এখনই মিরজাফর আর জগৎ-শেঠকে গ্রেপ্তার করব। দুর্বলতাবশে কেবল ওদের প্রশ্রয় দিয়ে ইংরেজের সঙ্গে বারবার সন্ধি ক'রে নিজেকে আর ওদের কৃপাপাত্র ক'রে তুলবনা।

মোহনলাল। ইংরেজ অগ্রসর হচ্ছে ; মিরজাফরের গৃহ দুর্গবিশেষ ; তার অধীনস্থ সৈন্য তারি কাছে তলব পায় ; জগৎ-শেঠের দুই হাজার অশ্বারোহী ইয়ার লতিফ পরিচালনা করে। তাদের এই মুহূর্তে মাত্র আমার সৈন্যদল নিয়ে আক্রমণ ক'রলে, নগরে বিশৃঙ্খলার সুযোগে ইংরেজেরই সুযোগ ক'রে দেওয়া হবে।

সিরাজ। কিন্তু এদের পিছনে রেখে যুদ্ধে এগোই কি ক'রে ?

মোহনলাল। আজ ওদের গ্রেপ্তার করতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা হবে। নগর রক্ষার দায়িত্ব কাউকে দেবার দরকার নেই। মিরজাফর আর ইয়ার লতিফ বাহিনী সমেত যুদ্ধ যাত্রা করবে আমাদের সঙ্গে। আর সে যখন সেনাপতি—আপত্তি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে জাঁহাপনা যেন আবার তার ভাঁওতায় ভুলবেন না—এই আর্জি।

সিরাজ। ইস্‌লামের কলঙ্ক, বেত্‌মিজ, শয়তান! ইংরেজকে শিক্ষা দিয়ে ফিরতে পারলে একবার দেখব! শুধু টাকার জন্যে দেশ বেচতে যাওয়ার প্রতিফল তুমি

পাবে। [ক্ষণেক পদচারণার পর] আচ্ছা, সেই নয়া কামানগুলোর আমাদের কর্মকারেরা ঠিক ঠিক ছাঁচ তুলতে পেরেছে ? দেখেছেন আপনি ?

মোহনলাল। এখনি খবর দিয়েছে দেখে আসবার জন্যে।

সিরাজ। সিন্‌ফ্রেকে ভালো ক'রে অবস্থাটা বুঝিয়ে দেবেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মীরজাফরের অপেক্ষায় যেন না থাকে। আদাব !

[মোহনলাল কুর্ণিশ করলেন। এগিয়ে দিতে গেলেন। সিরাজ আঙ্গুল দিয়ে বারণ ক'রে আবার সেই পোষাক প'রে বেরিয়ে গেলেন। মাধুরীর প্রবেশ।]

মাধুরী। [প্রস্থানোদ্যত মোহনলালকে বাধা দিয়ে] দাদা, আমি কি দেশের কোনো কাজেই লাগতে পারি না ? বর্গীরা ধরে নিয়ে গেল ; সমাজ তাড়িয়ে দিলে ; তবু আমাকে সেই সমাজকেই মেনে চলতে হবে ? বিয়ে না হ'লেই মেয়েমানুষ বরবাদে যায়না। আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধে যাব। আমি রাজপুতের মেয়ে—অন্তত একবারও ত কামান দাগতে পারব। বাংলাদেশের হাড়ী ডোম বাগদীর মেয়েরা লাঠি সড়কি চালায় আর আমার কি সে অধিকারও নেই ? জবাব দাও।

মোহনলাল। হারেম যাবে কিনা জাঁহাপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি।

মাধুরী। আমি ত হারেমের সঙ্গে যাবনা। তার সঙ্গে আমার

সম্বন্ধ কি? নবাবের কাছে আর বুদ্ধি নিতে হবে না!

মোহনলাল। এ অসম্ভব প্রস্তাব মাধুরী।

মাধুরী। আমি যাবই।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[চন্দননগর। কক্ষ। কর্ণেল ক্লাইব, মেজর কিলপ্যাট্রিক, মেজর ওয়াট্‌স্, মেজর কুট, কাপ্তান গ্রাণ্ট, উমরবেগ ও লাশিংটন]

ক্লাইব। [উমর বেগকে লক্ষ্য ক'রে] মিরজাফর হামাডের কাছেও যেমন কোরাণ ছুঁইয়া কসম খাইয়াছে, সিরাজ়ডেডৌলার কাছেও ভি টাহাই করিয়াছে। টাহার বাটে কি বিশোয়াস? আলি নগরের সন্ধির সময় সে আর উমিচাঁদ মিঠ্যা বলিয়া হামাডের কি নাজেহাল করিয়াছে। বলিল কি, সিরাজডেডৌলা কামান না আনিয়েছে; সেইজন্য সন্ধি চায়। By God's grace সিরাজকে সেইবার ঠকানো গিয়াছে। এইবার সেই প্রকার করিলে হামরা মরিবে কিন্তু মিরজাফরকেও ছাড়িবে না।

উমরবেগ। কোরাণ নিয়ে কসম না খেলে কি সিরাজ বিশ্বাস করত? তাই কোরাণখানা হাতের কাছেই থাকে। কিন্তু সাহেব, তোমার কাছে যে কথা সেই কাজ। এতদূর এগিয়ে কি আর তোমার সঙ্গে কথার

খেলাপ করতে পারেন ? এই ত দেখলে সাহেব, চন্দননগরের ফৌজদার তোমাকে পথ ছেড়ে দিল কি না। হুগলীতেও তাই হবে ; কাটেয়োতেও তাই। সোজা মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত পথ পরিষ্কার। এখন তোমাদের গিয়ে পেঁছতে যা দেরী। তবে উমিচাঁদকে তোমাদের দশ লক্ষ টাকা দেবার দরকার নেই। জাফর আলি আর তোমাদের তলোয়ারের জোরেই ত তার জোর। কিন্তু শর্তপত্রের অনুলিপি আমার একখানা চাই।

ক্লাইব। [লাল একখান কাগজ বের ক'রে] এই লও। জগৎ-শেঠকে হামরা মীরজাফরের জামীন হিসাবে এই সর্তে লিখিয়াছি কারণ কঠা না রাখিলে হামরা শেঠের নিকট হইটে অর্থদণ্ড আডায় করিতে পারিবে লেকিন মীরজাফরকে ঢরিলে কুছু পাওয়া যাইবে না।

উমরবেগ। [শর্তপত্র প'ড়ে] উমিচাঁদকে আবার এত টাকা দেওয়া কেন ?

ক্লাইভ। [সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে] well, সে ঠিক আছে, উহার জন্য ভাবিও না।

[সহকর্মীরা মৃদু মৃদু হাসতে লাগল]

লাশিংটন। Show him the real contract eh !
(উহাকে আস্‌লি দলিল ডেখাইয়া ডেও)

উমরবেগ। সাহেব (রিয়েল কণ্ট্রাক্টো) আস্‌লি দলিল না কি বল্‌লে ?

ক্লাইব। টুমি যাহা বলিটেছ টাহা হামরা আগেই ভাবিয়া রাখিয়াছে। সে সব কঠা পোরে হইবে।

মেজর ওয়াট্‌স। টুমি মীরজাফরকে বলিবে মোহনলালকে ঠিক রাখিটে। ও বড় বদমাস আছে।

উমরবেগ। বলি মীরজাফর না বললে কি মনসবদার মোহনলাল যুদ্ধ করতে পারে? কিন্তু সাহেব সত্যি বল দেখি দুখানা শর্ত লেখা হয়েছে কি না?

এখানা জাল না? আসলখানা দেখাও না সাহেব।

ক্লাইব। [পকেট থেকে একখানা শাদা কাগজ বের ক'রে] এই দেখিয়া লও। কিণ্টু খপর্দার! জাফরআলি ভিন্ন আর কাহাকেও বলিবে না।

উমরবেগ [ব্যগ্রভাবে পত্র প'ড়ে] ঠিক, ঠিক করেছ। ও উমিচাঁদকে এক পয়সা দেওয়া নয়। তাই ত বলি সাহেবরা কি এত বোকা হবে, হেঁ হেঁ হেঁ।

কিলপ্যাট্রিক। The sly nigger

[কালা বড় সেয়ানা আছে।]

উমরবেগ। তাহলে আমি এখন আসি সাহেব। তোমরা কাটোয়ায় পোঁছে জাফর আলি খাঁর পত্র পেলে তবে গিয়ে গঙ্গা পার হবে। নবাব পলাশীতেই ছাউনি ফেলবে। তোমরা আম বাগানের মাঝখান দিয়ে সেধোবে। আচ্ছা সেলাম। [প্রস্থান]

গ্রাণ্ট। **I don't understand these men. Without a scruple they are betraying the country. Funny, isn't it.**

ইহাডের হামি বুঝিটে পারল না। সিধা ডেশ বেচিয়া ডিটেছে। তাজ্জব কারখানা।]

ল্যাশিংটন। What, if we are betrayed or defeated and Captain watson refuses to countenance us? I should have thought twice before forging his signature on the contract.

[যদি হামরা হারিয়া যায়? যদি মিরজাফর ফিন ঠকায়? ওয়াট্সনভি ফাঁস করিয়া ডিটে পারে। সহি জাল করিবার আগে ভাবিয়া ডেখা উচিত ছিল।]

কুট। We had rather abandon the attempt. They won't be able to keep away Mohunlal, that intrepid patriot.

[এ শালার যুদ্ধ ছাড়িয়া দেওয়া হউক। মোহনলাল সহজ চিজ না আছে। উহাকে ঢরিয়া কে রাখিবে?]

ক্লাইব। [এতক্ষণ চিন্তামগ্ন ছিল] Nonsense! Mirzaffur cannot go back now. Even if we don't attack, Zaffur himself will have to fight it out with Siraj. Why shonldn't we take advantage of the situation? And about forging a signature? When an empire is the stake I would do it again a hundred times. [একটু সরে দাঁড়িয়ে সকলকে লক্ষ্য ক'রে] Now let us make

preparations for to-morrow's march.

[বুদ্ধু, বিলকুল সব বুদ্ধু ! মিরজাফর এখন পিছাইবে কেমন করিয়া ? হামরা আক্রমণ নাই করিল। লেকিন জাফরকে লড়িতেই হইবে। সিরাজ উহার মুণ্ড লইবেই। হামরা ইহার সুযোগ কেন না লইবে ? [একটু স'রে দাঁড়িয়ে সকলকে লক্ষ্য ক'রে] আর সহি জালের বাৎ বলিটেছ ? তামাম বাংলা মুল্লুকের বাদশাহি পাইলে হামি হাজার বার জাল করিবে ! হাজার বার ! [ঘুরে দাঁড়িয়ে] আভি দেখ, ফৌজ সব ঠিক আছে কি নেই। কালই হামরা মার্চ করিবে।

[প্রস্থান]

২য় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[হীরাঝিলের কক্ষ। জানালায় লুৎফ-উন্নেসা।
আলিবর্দী-বেগমের প্রবেশ]

বেগম। অনেকক্ষণ তোকে দেখেনি লুৎফা। জহুরা বড় কাঁদছে।

লুৎফা। [ফিরে দাঁড়িয়ে] দাদি, আজ আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন ?

বেগম। [যেন এই কথাটাই চাচ্ছিলেন] আমার বড় ভয় হচ্ছে লুৎফা ; ছেলেমানুষ সিরাজ—চারিদিকে শত্রু তলোয়ার নিয়ে ছুটে আসছে। ঐ মিরজাফর এবার যোগ দিয়েছে ইংরেজের সঙ্গে। কি যে হবে ? আলিবর্দী থাকতেই ও কতবার নিমকহারামী করেছে—কতবার মাফ চেয়ে ফিরে গিয়েছে। ভাবছি মীরজাফরের সঙ্গে সিরাজকে আপোষ করতে বলে আমি সিরাজের সর্বনাশ করলাম কি না। কেন মোহনলালের হাত থেকে সৈনাপত্য নিয়ে নিতে বললাম ! [পালঙ্কে বসলেন]

লুৎফা। [জলভরা চোখে] বাংলার লোকে যদি তাদের নবাবকে চায় খোদা তাকে রাখবে দাদি।

বেগম। খোদার মর্জি কে বোঝে লুৎফা ? যখনই খবর পেলাম ওয়াটস্ কাশিমবাজার থেকে পালিয়েছে তখনই কেমন ভয় ভয় ক'রে উঠল।

লুৎফা। ঐ যে কাশিমবাজার দুর্গ জয়ের সময় ধরা পড়েছিল ? তারপর যার বিবি এসে কেঁদে পড়ায় আমি নবাবকে ব'লে ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম, সেই ?

বেগম। হাঁ, সেই নিমকহারাম। বাণিয়া আজ তখ্‌তে চড়তে চায়। মুসলমান.........আজ টাকা খেয়ে দেশ বেচে দিচ্ছে আর হিন্দু মোহনলাল রাখছে সিরাজের তাজ। খোদাতালার কি মর্জি ! আর সেই মোহনলালেরই বহিনকে তার সমাজ বের ক'রে দিয়েছে। কোথায় ধ'রে নিয়ে গেল বর্গীতে আর গুণাহ্ হ'ল তার ! এ বাংলাদেশের হিন্দু, মুসলমান বুঝছে না যে তাদের দুষমন মীরজাফর আর ইংরেজ ; সিরাজ, মোহনলাল নয়। [পাশের কক্ষে শব্দ হ'তেই] ঐ বুঝি সিরাজ এল !

[বেগমের পিছনে পিছনে লুৎফার প্রস্থান]

২য় দৃশ্য

[দরবার। একে একে মীরজাফর, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, মীরমদন প্রভৃতির প্রবেশ। ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় দরবার অত্যুজ্জ্বল। একপাশে মীরমুন্সি কালিকলম নিয়ে ব'সে। মোহনলাল প্রবেশ ক'রে মীরমদনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। মীরজাফর আড়চোখে তাকাল তাঁদের দিকে। সিরাজ প্রবেশ ক'রতেই নকীব ঘোষণা ক'রে

উঠল : তামাম বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব, মমস্থরোল-মোল্‌ক্‌-সিরাজ-দ্দৌলা শাহকুলী খাঁ মিরজা মোহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর। দেহরক্ষীদের মধ্যে দিয়ে সিরাজ গিয়ে মসনদে বসলেন]

সিরাজ। [হাত দিয়ে সকলকে বসতে ইঙ্গিত ক'রে] আপনারা সকলেই জানেন আজ দরবার ডাকার উদ্দেশ্য। যুদ্ধযাত্রার আগে আপনাদের সমবেত উপদেশ প্রার্থনা করি। ইংরেজ ব্যবসা ছেড়ে এখন নবাবীর আশায় তখৎ-এর দিকে হাত বাড়িয়েছে।

[মৃদু গুঞ্জন। সিরাজ বিস্তৃত দরবার কক্ষের চারিদিকে তাকালেন। জগৎশেঠ কি যেন বলতে গেল ; মীরজাফর ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগল—তাতে সম্মতি অসম্মতি—কিছুই বোঝা গেল না। মোহনলাল ধীরে ধীরে সকলের পিছনে পদচারণা ক'রতে লাগলেন। মীরজাফরের ঘন ঘন পিছনে দৃষ্টিপাত]

আমাদের আদেশ এবং আলিনগরের সন্ধির শর্ত ভেঙে তারা চন্দননগর দখল করেছে, জানিনা আমাদের ফৌজ তাদের কতখানি বাধা দিয়েছিল। আমাদের সেখানকার ফৌজদার নন্দকুমারকে আমরা তজ্জন্য পদচ্যুত করতে বাধ্য হই। চন্দন-নগর থেকে ফরাসীদের বিতাড়িত করার আগেও তারা সন্ধির শর্ত ভেঙে আবার কলকাতায় সেনা-বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করে এবং ফোর্ট উইলিয়মের ঘাঁটি সুদৃঢ় করে। আমাদের প্রতিনিধি মহারাজ মাণিকচাঁদ যথেষ্ট সতর্ক না থাকায় তাদের পক্ষে

এই বলবৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে ইংরেজদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শেঠ উমিচাঁদও সব অবগত আছেন [তার দিকে তাকালেন।] বর্গীরা এই সুযোগে মুর্শিদাবাদ লুঠ ক'রে কিছু পাবার আশায় ইংরেজদের কাছে দূত পাঠিয়েছিল। চতুর ক্লাইব নিতান্ত বুঝতে না পেরেই সেই বর্গীদের চিঠি স্ক্রাফ-টন মারফৎ আমার কাছে পাঠায়; এক ঢিলে দুই পাখী মরে এই উদ্দেশ্য। আমিও ইংরেজের সত-তায় যাতে বিশ্বাস করি, এদিকে ইংরেজ যাতে সেই সুযোগে নিজেদের সৈন্য সমাবেশ করতে পারে। করেছেও তাই। পলাশী থেকে আমাদের ফৌজ উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ রণে সাজছে। জাফর আলি খাঁ কি এখনও ইংরেজকে বিশ্বাস করতে বলেন ?

মীরজাফর। ফরাসীদের পক্ষ সমর্থন করাতেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদের এই শত্রুতা। এখনও আমাদের গোল-ন্দাজ বাহিনীর একাংশের অধিনায়ক ফরাসী সিন্‌ফ্রে। আমাদের কি এটা করা কর্তব্য হয়েছে, জাঁহাপনা? নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্যেই ইংরেজ চন্দননগর আক্রমণ করেছিল। কিন্তু নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তার লাভ? সে কি উন্মাদ! সে যদি যুদ্ধই করতে চাইবে তাহলে বর্গীদের সঙ্গে যোগ দেওয়াই ত তার কর্ত্তব্য ছিল।

মোহনলাল। [এগিয়ে এসে, নিদারুণ বিদ্রূপে] বাংলার নবাব কোন্ বিদেশী বণিকের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবেন তা কি ইংরেজ ব'লে দেবে? আর সেই উপদেশ দেবার জন্যেই কি কুঠিয়াল ওয়াট্‌সের সেনাপতির গৃহে এত যাতায়াত? সেনাপতির কথামতই কি ইংরেজ চন্দননগর থেকে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেছে ২৭০০ ফৌজ নিয়ে? চন্দননগরের বর্ত্তমান ফৌজদারও কি সেনাপতির কথামতই ইংরেজকে অবাধে এগোতে দিয়েছেন। নন্দকুমার কিসের প্রয়োজনে গভীর রাত্রে জাফরাগঞ্জ থেকে মহিমাপুর পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠে ছোটাছুটি করেন? আর কি জন্যেই বা ওয়াট্‌স্ কশিমবাজারের কুঠি ছেড়ে পালায়?

মীরজাফর। [রাগে কাঁপতে কাঁপতে তলোয়ার অর্দ্ধেক বের ক'রে] সেনাপতি আমি না, ঐ সমাজচ্যুত মোহনলাল—এর ফয়সালা না হ'লে আমি সৈনাপত্য পরিত্যাগ করলাম [তলোয়ার মাটিতে রেখে দিল]।

[দরবারে দারুণ উত্তেজনা। ইয়ার লতিফ হিংস্র শ্বাপদের মত তাকাচ্ছে মোহনলালের দিকে]।

মীরমদন। মোহনলাল ত সৈনাপত্য চাননি; তিনি ইংরেজের সঙ্গে জাফরআলি খাঁ-এর দহরম মহরমে সন্দেহ করেন। সেনাপতি তার উত্তর দিলেই সন্দেহের অবসান হয়।

মীরজাফর। মোহনলালের কাছে কৈফিয়ৎ! যা আলিবর্দীর কাছে কোনদিন দিই নি। নবাব আমাকে চান না মোহনলালাকে চান—আজ তাঁকে ঠিক করতেই হবে। বহুদিন এই অর্বাচীন জাতিচ্যুত হিন্দুর ঔদ্ধত্য সহ্য করেছি। আর এই কুকুরকে বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।

[মোহনলাল তলোয়ার খুলে এগিয়ে আসতেই মীরজাফর দুই পা পেছিয়ে গেল। ইয়ার লতিফ এগিয়ে এল খোলা তলোয়ার নিয়ে। সিরাজের দেহরক্ষীরা এগিয়ে আসবে কিনা ঠিক করতে পারছেনা। জগৎশেঠ ইয়ার লতিফের হাত ধ'রে টানছে। মসনদ থেকে সিরাজ নেমে এসে একেবারে এদের মাঝখানে দাঁড়ালেন]

সিরাজ। নবাবের সামনে তাঁর পাঁচহাজারী মনসবদার এবং বন্ধুকে কুত্তা ব'লে সম্বোধন করা যেমন গর্হিত কাজ তেমনি বেয়াদবীর চূড়ান্ত তাঁর সামনে তলোয়ার আস্ফালন। [উচ্চকণ্ঠে] তলোয়ার নীচু!

[তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে মোহনলাল এবং লতিফ পেছনে স'রে গেলেন]

এই তলোয়ার উঁচিয়ে ধরুন ইংরেজের বিরুদ্ধে, আর তার গোড়চাট্টা কুত্তাদের বিরুদ্ধে।

জগৎজেঠ। ইংরেজ যদি সত্যই চন্দননগরে ফৌজ জমায়েৎ ক'রে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে এগিয়ে থাকে তাহ'লে তার সমুচিত শিক্ষা হওয়া উচিত। এ বিষয়ে কারও দ্বিমত আছে কি?

মোহনলাল। [পেছন থেকে] সে এখন চন্দননগর ছাড়িয়ে হুগলী পৌঁছেছে।

রায়দুর্লভ। মোহনলাল এত সংবাদ পাচ্ছেন কোথা থেকে ?

রাজবল্লভ। যার যা ব্যবসায়।

মোহনলাল। সত্যিই ত, ইংরেজ আসছে মসনদ লুঠতে আর আমরা কেন সেটা জানতে পারছি ? অপরাধ বটে !

মীরজাফর। মোহনলালই যখন জাঁহাপনার একাধারে মন্ত্রী এবং সেনাপতি তখন আমরা বিদায় হই [প্রস্থানোদ্যোগ]

সিরাজ। এই কি গৃহবিবাদের সময় জাফর আলি খাঁ ? ইংরেজের তলোয়ার ঝুলছে মাথার ওপর ; বর্গীরা সুযোগ খুঁজছে লাফিয়ে পড়বার ; বাংলার লোক আমাদের ওপর দেশরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে মাঠে ধান বুনছে আর ঘরে তাঁত চালাচ্ছে —তাদের বাঁচাবে কে আজ ? আজ আমরা ঝগড়া ক'রে সুজলা সুফলা বাংলাকে তুলে দেব বিদেশী বণিকের কাছে ! [একটু থেমে] যদি আপনাদের কারও মনে হয় এ গুরু দায়িত্ব বহনে আমি অক্ষম তাহলে এই তাজ খুলে রেখে আমি স'রে দাঁড়াচ্ছি [মুকুট খুলে রাখলেন মাটিতে] ; যাকে আপনারা উপযুক্ত মনে করেন তার মাথাতেই পরিয়ে দিন, কিন্তু দোহাই আল্লার, আপনারা নিজেরা ঝগড়া ক'রে, আমার ওপর রাগ ক'রে দেশকে বিদেশীর

পায়ের তলায় ফেলে দেবেন না। [মিরজাফরের হাত ধ'রে] মনে ক'রে দেখুন, কি শপথ করেছিলেন আলিবর্দীর মৃত্যুশয্যায়। সেই শপথ স্মরণ ক'রে আজ তলোয়ার তুলে নেন, ইংরেজকে সমুচিত শিক্ষা দেন, [তলোয়ার তুলে মিরজাফরের কোমরের খাপে ঢুকিয়ে দিলেন]

[জগৎশেঠ তাজ তুলে পরিয়ে দিলেন সিরাজের মাথায়] মহারাজ মোহনলাল, [মসনদে ফিরে এসে বসতে বসতে] ইংরজেকে তাহলে জানিয়ে দিন আমাদের দূত মারফৎ যে, সন্ধিভঙ্গের অপরাধে এবং শান্তিভঙ্গের অপরাধে আমাদের বাধ্য হয়ে তাকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করতে হচ্ছে। [মোহনলালের প্রস্থান এবং পেছনে পেছনে মীর মুন্সীর প্রস্থান]

মীরজাফর। কিন্তু ফরাসী সিন্‌ফ্রেকে সরিয়ে দিয়ে এখনও কি একবার সন্ধির চেষ্টা করা যেতনা ?

উমিচাঁদ। আর সন্ধির চেষ্টা বৃথা।

রাজবল্লভ। নবাবী ফৌজের গুঁতোটা ভালো ক'রে একবার দেখুক না।

[বাইরে কোলাহল। উন্মুক্ত ছুরিকা হাতে এক ব্যক্তিকে ধ'রে নিয়ে মোহনলালের প্রবেশ]

সিরাজ। এ কি !

মোহনলাল। এই ব্যক্তি আমাকে হত্যা ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিল।

মীরজাফর। এঁ্যা, হত্যা ! নিশ্চয় ইংরেজের চর। [সঙ্গে সঙ্গে

তলোয়ার খুলে সেই লোকটার বুকে আঘাত করতেই সে প'ড়ে গেল] জাহান্নমে যা।

[সিরাজ মুচকি হাসলেন]

মোহনলাল। [অনুত্তেজিত কণ্ঠে] ওকে হত্যা না ক'রে কাজে লাগাতে পারা যেত। ইংরেজের এবং ইংরেজের আরও অনেক চরের সন্ধান হয় ত ছিল ওর কাছে।

রায়দুর্লভ। দরবারে পর্যন্ত গুপ্ত হত্যাকারী! কি সাহস!

মীরজাফর। [নতজানু হ'য়ে] জাঁহাপনার সামনে তলোয়ার খুলেছি, গোস্তাকি মাফ হয়। রাগে আমি আত্মহারা হয়েছিলাম।

সিরাজ। তাই ত হওয়া উচিত জাফর আলি খাঁ। মহারাজ মোহনলাল, আমার দেহরক্ষীদের আট জন আপনাকে বারিক পর্যন্ত পৌঁছে দেবে—একাকী আপনার চলাফেরা নিষেধ। [মসনদ থেকে নেমে এসে] কালই আমি যুদ্ধযাত্রা ক'রব। আপনারা সকলে নিজ নিজ সৈন্যদল নিয়ে পলাশীর দিকে অগ্রসর হবেন। প্রত্যেকেই নিজের নিজের সেনানী নিজের দায়িত্বে পরিচালনা করবেন। সেনাপতির তাতে ভার লাঘব হবে। আমার সঙ্গেই সকলে মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করবেন: জাফর আলি খাঁ, ইয়ার লতিফ, রায় দুর্লভ, মহারাজ মোহনলাল, মীরমদন এবং সিন্‌ফ্রেও যাবেন গোলন্দাজ

বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে। নগররক্ষার আমি অন্য ব্যবস্থা করব।

[প্রস্থান]

[সকলে বিমূঢ় হ'য়ে এ ওর দিকে তাকাতে লাগল]

[দরবার শেষ হবার তূর্যনিনাদ]

[একে একে প্রস্থান]

৩য় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[সন্ধ্যা। কাটোয়া, গঙ্গাতীর। ইংরেজ ছাউনির অদূরে]

বিপিন। পথেঘাটে ত বেরুবার উপায় নেই; দেখলেই শালা ফিরিঙ্গীরা বেগার ধরছে। মেয়েছেলেদের ঘাটে নাওয়া বন্ধ হয়েছে একেবারে।

অজয়। কাল ত অঘোর ভট্চায্যি মশাইকে দিয়ে ছালায় ক'রে চাল বইয়েছে। তিনি এখন পিঠে তেল ডলছেন।

বিপিন। বটে! তাছাড়া আর কি হবে বল। দেশের রাজাই যখন প্রজাদের রাখে না তখন বিদেশী রাখবে কেন?

অজয়। কিন্তু প্রথম দিকে নবাবী ফৌজ যে রকম রুখে দাঁড়িয়েছিল তাতে ইংরেজকে ন্যাজ গুটিয়ে পালাতে হত। শুনলাম শালারা গড়ে নাকি চালই পেয়েছে ৩০ হাজার মণ।

বিপিন। আচ্ছা, নবাবী ফৌজ পালালে কেন? চন্দননগরে ওদের পথ ছেড়ে দিলে; কাটোয়াতেও তাই। বাপারখানা কি? টাকায় নবাব বশ হ'য়ে গেল!

অজয়। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। যা'খুশী ওরা করুক গে না। আমাদের চালচুলোয় হাত না দিলেই বাঁচি।

বিপিন। হাত দিচ্ছেনা মানে? কারও বাগানে এক কাঁদি কলা পর্যন্ত ঐ শালা ফিরিঙ্গীরা রেখেছে? কাঁচা কাঁচা লাউগুলো কচকচিয়ে খেয়েছে—ক্ষেত মাড়িয়ে এক গাড় ক'রে দিয়েছে। ওদের সঙ্গে আবার জুটেছে তৈলঙ্গী গুলো। জান মান আর থাকবে ভেবেছ? সন্ধ্যে হ'তে না হ'তে মদ খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে—মেয়ে দেখলে তাড়া করছে—খুশী হ'লে কাউকে খোঁচা মেরে দিচ্ছে। এ ত মগের মুলুক।

অজয়। শুনেছি, এবার সেনাপতি না কি মোহনলাল। তাহ'লে?

বিপিন। তাহ'লে আর ভাবনা ছিল কি ? সে উল্টে গিয়েছে ; [নিম্নস্বরে] সব না কি মিরজাফর আর জগৎশেঠ হাত করেছে। ঐ বেটা মীরজাফরের চোদ্দপুরুষ বেতমিজ্। বেটাচ্ছেলের ক'টা রাক্‌ণী জানো ? আলিবর্দীর বোনকে ত কবে তালাক দিয়েছে। এখন আরও ছ'টো।

অজয়। সে ত সিরাজেরও এখন চারটে।

বিপিন। কিন্তু থাকে একটাকে নিয়ে। আগে যাই করুক, এখন একেবারে সে মানুষই নয়। এই ত সেদিন মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলাম। হীরাঝিলে এখন না কি আর নাচনেওয়ালীর নামগন্ধ নেই। আর থাকবে কি ক'রে বাবা ? এই এক বছর ত নবাব কেবল যুদ্ধই করছে। তার ওপর এই শালা ইংরেজ হয়েছে ছিনে জোঁক।

(এমন সময় দূরে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ।)

হুজনে। ও কি !

বিপিন। নির্ঘাৎ গোরায় ধরেছে !

[প্রস্থান। একটু পরেই আবার প্রবেশ এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই আর্তনাদ আরও করুণস্বরে।]

বিপিন। ও যে আমাদের কমলা ! কি করা যায় ? শালারা তিনজন !

অজয়। দেখলে আমাদেরও গুলি করবে ? তার চেয়েচল গোবরাদের আর ভূষণ বাগ্দীদের খবর দিই গে।

বিপিন ততক্ষণ ত সব শেষ !

[সামনেই প'ড়ে থাকা দু গাছা রলা তুলে নিয়ে]

এই রলার ঘায়েই আজ শালাদের শেষ করব !

[আবার আর্তনাদ।

এস !

অজয়। কিন্তু আর কমলাকে বাঁচিয়েই বা কি লাভ ? ওকে যখন ধরেইছে তখন আর ত ওকে ঘরে নেবে না।

বিপিন। তই ব'লে চোখের সামনে শালারা একজন অবলাকে নষ্ট করবে আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব !

অজয়। আমি বরং ওদের খবর দিই গে

[চকিতে প্রস্থান]

বিপিন। একটা অমানুষ !

[দ্রুতবেগে প্রস্থানোদ্যোগ। এমন সময়ে মুখে কাপড় বেঁধে কমলাকে ধরে নিয়ে দুইজন গোরার প্রবেশ। বিপিনের একপাশে আত্মগোপন।]

কমলা। [দুই হাত দিয়ে মুখের বাঁধন খুলে ফেলে] ও সায়েব, আমারে নষ্ট কোরো না সায়েব ! তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি, সায়েব ! তোমাদের কি মা বোন নাই গো !

[আবার তার দুই হাত ধ'রে মুখ বাঁধতে যাচ্ছে এমন সময় ভূষণ বাগ্দী এসে পড়তেই বিপিন তার সঙ্গে একেবারে লাফিয়ে পড়ল গোরাগুলোর ওপর। ভূষণের মাথায় পাগড়ি, হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। অতর্কিত আক্রমণে গোরাগুলো পালাল।]

বিপিন। হয়ত এখনই আবার দলবল নিয়ে আসবে ! কি হবে ভূষণ !

ভূষণ। আপুনি এখান হতে কমলা দিদিকে লিয়ে স'রে পড়ুন ক্যানে। উ শালাদের আজই সমুচু চালে আমরা আগুন নাগিয়ে দিয়ে গঙ্গাপার করে দিছি।

কমলা। [খানিকটা আত্মস্থ হ'য়ে] আমি কোথায় যাব বিপিন কাকা ? বাড়ীতে আমি আর মুখ দেখাব কি ক'রে ?

বিপিন। কেন, তোর কি দোষ ? চ, আমি তোকে রেখে আসছি

কমলা। [চলতে গিয়ে কেঁপে উঠে] সকলে যে একঘরে করবে। মোদের যে টাকা নাই বিপিন কাকা। [কেঁদে উঠে] এর থেকে মোরে মেরে ফ্যালালে না ক্যানে ? তোমরা ক্যানে মোরে বাঁচাতে গেলে ?

বিপিন [চিন্তিত মুখে একটু পদচারণা ক'রে] আয় দেখি, আমার সঙ্গে আয়। [তার হাত ধ'রে নিয়ে প্রস্থান।]

কমলা। [যেতে যেতে] আমার মেরে ফ্যালালে না ক্যানে···

[প্রস্থান]

ভূষণ। শালাদের দেখে লিছি আজ। দুধ দুইবার আওয়াজ পেলে ছুটে এসে দুধ কেড়ে খাবে ; মেয়েমানুষের ইজ্জত লিবে, ক্ষেত খামার লুটবে ; সালারা যেন যমের ভায়রাভাই। দেখাছি আজ তোদিগে।

[প্রস্থান]

[বেড়াতে বেড়াতে ক্লাইব ও উমরবেগের প্রবেশ ; পেছনে মেজর কুট ।]

উমরবেগ । এই চারদিন যেন নবাবের হাজার জোড়া চোখ চারিদিকে কট কট ক'রে চেয়েছিল । জনাব যে একখানা চিঠি আমাকে দিয়ে সাহেবের কাছে পাঠাবেন তার উপায় ছিল না । শিবিরের মধ্যে মাছিটি ঢুকলেও সে খবর চ'লে যাচ্ছে সিরাজের কাছে । এই আজ সকালে একটু ঢিলে পড়তেই আমাকে পাঠালেন । সাহেব, তোমরা আজ রাতেই গঙ্গা পার হও ।

ক্লাইব । শুনিটেছি নবাব সেনাপটিডের পল্টন আলাহিডা করিয়া ডিয়াছে । মোহনলাল, সিনফ্রে, মীরমডন—ইহারা নিজ নিজ সৈন্য চালাইবে ?

উমরবেগ । নবাব এখন তটস্থ । চারিদিকে শত্রু দেখছে আর ক্ষেপে উঠছে । ও সব তুমি কিছু ভেব না, সায়েব ।

কুট । এক মোহনলালেরই পাঁচ হাজার পল্টন ; সিনফ্রে পাক্কা গোলণ্ডাজ আছে । উহারা যডি মীরজাফরের কঠা না শুনে ? No, no, colonel, This is a very risky affair. Let us seek peace. (নেই, নেই, কর্ণেল । এই কর্মে বহুত মুশকিল আছে) । সণ্ডি করাই এখন কর্টব্য ।

ক্লাইব । ইহার পরে আর সণ্ডি করিলেই কি হামাডের বাংলা

মুল্লুকে ঠাকিটে ডিবে ? সিরাজদ্দৌলাকে টুমি চিনে না……হামি লোক আজই গঙ্গা পার হইবে।

[এমন সময়ে পিছনে চীৎকার এবং দূরে আগুনের লাল আভা দেখা গেল। আগুন লাগার কোলাহল।]

ক্লাইব+কুট Fire in the barracks ! run, run.

উমরবেগ। নির্ঘাৎ ঐ বাঁদীকা বাচ্চা মোহনলালের কাজ। পথে যেন মতিরামের মত কাকে দেখলাম।

[ক্লাইব ও কুটের দ্রুত প্রস্থান]

এত বড় চালটা দেখছি ঐ শালা মোহনলালই মাটি করবে। বেটা টাকায় ভোলে না !

[প্রস্থান]

২য় দৃশ্য

[হীরাঝিলের প্রমোদকক্ষ। সুসজ্জিত নর্তকীরা দাঁড়িয়ে। সামনে লুৎফ উন্নেশা]

লুৎফা। আগে আগে তোরা ত নাচ গান ক'রে নবাবের মেজাজ সরিফ রাখতিস। আজকাল কি সব গান বাজনা ভুলে গেলি।

১ম নর্তকী। হুকুম করলেই বাঁদীরা গাইতে পারে। কিন্তু নবাব যে আজকাল একবারও মেহেরবাণী করেন না।

২য় নর্তকী। অনভ্যাসে আমরা সত্যিই সব ভুলতে বসেছি। সেনাপতি মোহনলালের তলোয়ারের ঝঞ্চনা আর

কামানের তাল আজকাল নবাবের কানে অনেক বেশী মিঠে লাগে।

লুৎফা। একটা বেশ যুদ্ধু টুদ্ধুর গান রপ্ত কর দেখি; সেই সঙ্গে বেশ ভারী নাচ।

২য় নর্তকী। ও সব ত কাজ লাগেনি কোনো দিন ; দেখি ঝালিয়ে কিছু হয় না কি।

[প্রস্থান]

লুৎফা। কি যে করি, কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না।

[নেপথ্যে গান।]

ইংরেজ আর বাঙালীতে
হবে মহারণ,
ওমা সে কি কথা শোন।
বেচতে এসে পুঁতির মালা
আয়না চিরুনী
সে যে বাহির করে ঝাঁপি থেকে
ভীষণ ফণিনী।
ও মা সে কি কথা শোন্ঃ
আঁধার রাতে
একলা পথে
চল্‌তে এবার মানা।
কুলবধূর
কুল রাখা ভার
বাগানেতে
ফল রাখা ভার
ফিরিঙ্গিতে দিচ্ছে বসে থানা।

[সিরাজের প্রবেশ। লুৎফা এগিয়ে এসে হাত চেপে ধরলেন। সিরাজ দাঁড়িয়ে গান শুনছেন।]

ও মা　　সে কি কথা শোন্।
ইংরেজ আসে তাড়া ক'রে
হুগলী ছেড়ে দাহুপুরে
সেনাপতির পিঁড়েয় প'ড়ে ঘুম।
ও মা　　সে কি কথা শোন্।
এ যে　　হল বিষম দায়।
নবাবের নেই আহার নিদ্রা
যত্র-তত্র ঢালেন মুদ্রা
সেনাপতির নিদ্রা ভাঙে কই ?
বাঙালী কি বিকিয়ে দেবে,
নিজের মাথা সই ?

সিরাজ। তোমাকেই খুঁজছিলাম। এ ঘরে যে ? এতদিন পরে ?

লুৎফা। আর একখান গান শুনবে ? ডাকব ওদের ?

সিরাজ। [পদচারণা করতে করতে] সময় নেই লুৎফা। থাকলে শুনতাম। সব নয়া গীতের আমদানি দেখছি। [মৃদুহাসি]

লুৎফা। তুমি ত গান ভালোবাসতে।

সিরাজ। ইংরেজ আর ইংরেজের কুত্তাকে শিক্ষা দিয়ে ফের ভালোবাসব।... কাল মুর্শিদাবাদ ছাড়ছি।

লুৎফা। ফের যুদ্ধ? এই একবছর শুধু ত কেবল যুদ্ধই করছ! খোদা তোমাকে নবাবী দিয়েছে কিন্তু তখৎ ভাসছে যেন খুনের ওপর।

সিরাজ। তুমি মুর্শিদাবাদেই থাকবে।

লুৎফা কেন আমাকে ফেলে যাবে এই সব নিমকহারামদের হাতে? আমি তোমার সঙ্গেই যাব।

সিরাজ। নিমকহারামদের শাস্তি ফিরে এসে দেব। তুমি যাবে কি করে? হারেমের সব ভার যে তোমার ওপর। তাতারিনদের ওপর কড়া নজর রাখবে। ওরা টাকার জন্যে সব করতে পারে। (নিম্নস্বরে) আর ঘসেটি বেগমের হারেমের বাইরে আসা যাওয়া বারণ। কোনো কিছু ফয়সালা করবার আগে দাদিকে জিজ্ঞাসা করবে। (পদচারণা করতে করতে) লুৎফা, যুদ্ধে কি হবে বল ত? জিতব না বাংলা ডুববে? কি মনে হচ্ছে?

লুৎফা। তুমি ত কখনও হার নি। (গলার স্বর ভারী। সিরাজের হাত চেপে ধরল।) বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব নিমকহালাল ইংরেজের কাছে কখনও হারে না আর নিমকহারামদের ক্ষমা করে না।

[পটক্ষেপ]

চতুর্থ অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[২৩শে জুন, সকাল আটটার কাছাকাছি। পলাশী প্রান্তরের এক প্রান্তে মোহনলালের শিবির। একাকী মোহনলাল]

মোহনলাল। ঐ মুষ্টিমেয় সেনাবল নিয়ে ক্লাইব বাংলাদেশ জয় করতে এসেছে। স্পর্দ্ধা বটে! কেনই বা হবে না? বাণিজ্য করতে এসে যদি মসনদ পাওয়া যায়, কার না লোভ হয়? হাতে তুলে দিচ্ছে। [দূরবীন দিয়ে দেখে] পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে ইয়ার লতিফ, মীরজাফর আর দুর্লভরাম। এক পাও নড়ছেনা; আর ঐ ইংরেজ আসছে এগিয়ে লাখবাগের ভিতর দিয়ে। [দূরবীন নামিয়ে নিয়ে] তাহলে একেবারে বিনা রক্তপাতেই বিকিয়ে যাবে বাঙালীর মাথা!

কে আছ?

[রক্ষীর প্রবেশ]

জলদি তৈয়ার

[রক্ষীর প্রস্থান]

ইংরেজের সঙ্গে মীরজাফরেরও কবর হবে পলাশীর মাঠে—বাংলাদেশে নিমকহারাম আর রাখব না!

[তূর্যনিনাদ। সঙ্গে সঙ্গে তোপের আওয়াজ। মোহনলাল বিস্মিত হ'য়ে দেখছেন]

আমাদের পক্ষের তোপ—নিশ্চয় সিনফ্রে! [অতি উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠে দূরবীন দিয়ে দেখে] পালাচ্ছে কুত্তাগুলো—লাখবাগে ঢুকছে ফের।

[মীরমদনের প্রবেশ। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে] এত দেরী!

মীরমদন। সিন্‌ফ্রেকে এগুতে দেখেই মীরজাফর ছুটেছে নবাবের কাছে।

মোহনলাল। কিন্তু ওদের কীর্তির খবর আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন ত ?

মীরমদন। অবশ্যই। [সিন্‌ফ্রের তোপের আওয়াজ]

মোহনলাল। নবাব কেন যে দাউদপুরে শিবির ফেললেন ? স্বচক্ষে না দেখতে পেলে, শেষ পর্যন্ত হয়ত ওর কথায় সায় দিয়ে সর্বনাশ করবেন। যুদ্ধের গতির ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনের খবর ত আর পাঠানো যায়না।

[তোপের আওয়াজ]

[তূর্য নিনাদ]

মীরমদন। ঐ সিন্‌ফ্রের সঙ্কেত। আমি বাঁ পাশ থেকে আক্রমণ করি। আপনি সিন্‌ফ্রের দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করুন।

মোহনলাল। ভাবছি, যদি মীরজাফর বেগতিক দেখে আমাদেরই আক্রমণ করে ? তা কি সাহস করবে ?

মীরমদন। করবে, যদি ইংরেজ সুবিধা করতে পারে।

[তূর্য নিনাদ] ঐ দেখুন, আর বিলম্ব নয়।

মোহনলাল। আপনার পদাতিক আর আমার অশ্বারোহী সমান্তরাল চলবে না। আমি এ পাশ থেকে ওদের ছত্রভঙ্গ ক'রে লাখবাগের ভিতর দিয়ে মীরজাফরকে আক্রমণ ক'রব। তখন পদাতিক আর অশ্বারোহীর সাঁড়াশী চাপে শয়তানদের একেবারে শেষ ক'রে তবে বিরাম। আত্মসমর্পণ করলেও ভুলবেন না। ছাড়া পেলে ফের নবাবকে ভোলাবে।

[প্রস্থান]

২য় দৃশ্য

[দাউদপুরে সিরাজের শিবির। সিরাজ, মীরজাফর, ইয়ারলতিফ, দুর্লভরাম]

সিরাজ। এ কি করলেন জাফর আলি খাঁ? আমার সব নেন; পথের ভিখারী করুন আমাকে, কিন্তু বিনা যুদ্ধে ইংরেজের হাতে বাংলা বিহার উড়িষ্যা তুলে দেবেন না। দোহাই আপনার! কাটতে হয় নিজে আমার মাথা কাটুন। [নতজানু হয়ে বসলেন]

মীরজাফর। আমার সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে মোহনলালেরা আক্রমণ ক'রেই এই বিপদ ডেকে এনেছে। তখনি বলেছিলাম হুকুমনামা ভাগ ক'রে দেবেন না। এখন আমি আর কি করব?

[দুতের প্রবেশ]

সিরাজ। [উঠে দাঁড়িয়ে] কি সংবাদ !

দূত। মহারাজ মোহনলাল জানালেন যে যুদ্ধ আমাদের অনুকূলে ; এখন তাঁর পক্ষে থামা সম্ভব নয়। থামলে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চ'লে যাবে।

[প্রস্থান]

দুর্লভরাম। আমাদের মুর্শিদাবাদ ফিরে যাওয়াই শ্রেয় জাফর আলি খাঁ। সেনাপতি ত আপনি নন যে, দায়িত্ব আপনার। এখন মোহনলাল সামলাক ইংরেজের তোপ। আমি ত আমার বাহিনীকে পশ্চাদপসরণের আদেশ দিয়েছি।

[দূতের প্রবেশ]

সিরাজ। কি সংবাদ ?

দূত। মীরমদন নিহত ! [দূতের প্রস্থান]

সিরাজ। [মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়ে] হা আল্লা ! [অন্যান্যদের মুখে কুটিল হাসি] এখনও আপনি দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন। ইয়া আল্লা, [তাজ ছুঁড়ে ফেলে দিলেন] বাংলার মসনদে আজ কুত্তা বসবে, কুত্তা ! [ক্ষিপ্র পদচারণা। হঠাৎ মীরজাফরের সামনে গিয়ে তার গালে এক চড় মেরে] বেরিয়ে যা এখান থেকে বেতমিজ্‌ নিমকহালাল, কুত্তা ! বেরিয়ে যা ! ইংরেজ তোকে মসনদে বসাবে ! মসনদে বসার সাধ তোর মিটিয়ে দিচ্ছি। [তলোয়ার বের করবেন এমন সময় দূতের প্রবেশ] কি সংবাদ !

দূত। সিন্‌ফ্রের বারুদ ভিজে যাওয়ায় তোপ বন্ধ। মীরমদনের সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ। কিন্তু মোহন-লালের আক্রমণেই ইংরেজ সৈন্য লাখবাগে ঢুকে যাচ্ছে। মহারাজ মোহনলাল বলছেন আর কিছুক্ষণ আক্রমণ চললেই ইংরেজ গঙ্গা পার হয়ে পালাবে। [প্রস্থান]

ইয়ার লতিফ। চ'লে আসুন জাফর আলি খাঁ।

রায়দুর্লভ। একা মোহনলালই মসনদ রাখুক।

মীরজাফর। সিরাজ ছেলেমানুষ রায়দুর্লভ, হঠকারিতাই ওর সর্বনাশের মূল। তা না হ'লে এই ছত্রভঙ্গ সেনা-বাহিনী নিয়ে মোহনলালের অহেতুক দম্ভে ভুলে ও এখনও যুদ্ধ বন্ধ করবার আদেশ দিচ্ছে না। আজ যদি আমাদের হার হয় তাহ'লে আর ইংরেজকে ঠেকানো যাবে ? আমার একান্ত অনুরোধ সিরাজ, তুমি মোহনলালকে যুদ্ধ বন্ধ করবার আদেশ দাও। এখন অপরাহ্ণ। আর নতুন লড়াই সুরু করার সময় নেই। কাল প্রত্যুষে আমাদের সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজ কুত্তাকে আক্রমণ করবে।

সিরাজ। [নতজানু হ'য়ে হাত ধ'রে] আমাকে মাফ করুন। আমি এখনই আবার আদেশ দিচ্ছি মোহনলালকে। আপনিই কালকে সর্বময় সৈনাপত্য গ্রহণ করুন !

মীরজাফর। [মৃদু হেসে] এ ত জানাই ছিল সিরাজ। কিন্তু মোহনলাল যদি না থামে তাহলে যুদ্ধের পরিণাম

কি হবে বলা যায় না। হয়ত তাকেই আমাকে শায়েস্তা করতে হবে আগে। তুমি এখনই মুর্শিদাবাদ যাত্রা কর।

সিরাজ। কে আছ?

[রক্ষকের প্রবেশ]

[কাগজে লিখে] মহারাজ মোহনলালকে, জলদি।

[রক্ষকের প্রস্থান]

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমার চ'লে যাওয়া কি ঠিক হবে জাফর আলি খাঁ?

মিরজাফর এখানে ইংরেজকে রুখতে না পারলে মুর্শিদাবাদে তুমি সৈন্য সংগ্রহ ক'রে নগররক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবে।

সিরাজ কিন্তু মোহনলালের সংবাদটা?

রায়দুর্লভ। তার জন্যে ত কিছু যায় আসছে না। ও রকম হঠকারীর পতন অবশ্যম্ভাবী।

[চিন্তিত মুখে সিরাজের কক্ষান্তরে গমন। যাবার আগে মীরজাফর তাজ তুলে সিরাজের মাথায় পরিয়ে দিল।]

মীরজাফর। ঐ শয়তান মোহলালকে না থামাতে পারলে নিস্তার নেই। যদি এর পরেও ও ইংরেজের পশ্চাদ্ধাবন করে তাহলে আমাদের কর্ত্তব্য কি? নিজের গর্দান বাঁচাতে চাও ত মোহনলালের ব্যবস্থা কর।

[দূতের প্রবেশ]

কি সংবাদ?

দূত। জাঁহাপনা?

মীরজাফর। বিশ্রাম করছেন। কি বলবার আছে আমাদের বল।

দূত। সিন্‌ফ্রের বারুদ ভেজার খবর পেয়ে ইংরেজ ফিরে দাঁড়িয়ে তোপ দাগছে। মহারাজ মোহনলাল আহত।

[প্রস্থান]

মীরজাফর। তাহলে এখনও লড়াই চলছে। কি করা যায় ? এই সৈন্যক্ষয়ের জন্যে হয়ত ক্লাইব কৈফিয়ৎ তলব করবে। মহা সমস্যা। [চিন্তাকুল মনে পদচারণা]

ইয়ার লতিফ। মোহনলালকে আক্রমণ করলে কেমন হয় ?

মীরজাফর। বে-অকুফ কোথাকার। এখন ইংরেজ পালাচ্ছে—এখন কখনও আমাদের সৈন্য মোহনলালকে আক্রমণ করে।

রায়দুর্লভ। গুপ্ত আততায়ী দিয়ে……?

মীরজাফর। তারপর যদি কাজ না হয় তখন ?

[হঠাৎ চারিদিক থেকে ভয়ার্ত চীৎকার: 'পালাও পালাও, ইংরেজ আসছে। মোহনলাল আর নেই'!]

[চকিতে সিরাজের প্রবেশ]

সিরাজ। মুর্শিদাবাদ রক্ষার জন্য আমি এখনই যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করছি ! [প্রস্থান]

মীরজাফর। মুর্শিদাবাদ রক্ষা ! হেঁ হেঁ। তাহলে মুখ রাখলেন আল্লা, এ্যাঁ। [সিরাজের পরিত্যক্ত আসনে উপবেশন] ক্লাইবের দূত হয়ত এখনই আসবে।

[সকলের নিশ্চিন্ত আরামে উপবেশন। ইয়ার লতিফ আড়চোখে মীরজাফরের দিকে তাকাচ্ছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। অনেক অশ্বারোহী যেন। ধ্বনি শোনা গেল—'মহারাজ মোহনলালকী জয়। সিরাজউদ্দৌলা জিন্দাবাদ।' কক্ষের অভ্যন্তরে জাফর ইত্যাদির ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে দ্রুত পলায়ন। একটু পরে মোহনলালের প্রবেশ ঃ হাতে এবং উরুতে ক্ষতস্থান দিয়ে অজস্র রক্ত পড়ছে। মোহনলাল উদ্‌ভ্রান্তের মত শূন্য শিবিরের এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন]

মোহনলাল। নবাবের বারবার ছেলেমানুষী আদেশে কেন আমি অভিমান ক'রে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ ক'রে এলাম ? [চারিদিকে তাকাতে তাকাতে] কেউ নেই ! নবাবকে-ও নিশ্চয় মিথ্যা সংবাদে বিভ্রান্ত ক'রে এখান থেকে সরিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমিও ঐ কলঙ্কীর চক্রান্তে ভুলে পলাশীতে বলি দিলাম বাংলার স্বাধীনতা ! হা অদৃষ্ট ! [ব'সে পড়লেন। সৈন্যের বেশে মাধুরীর প্রবেশ।] এ কি ! মাধুরী ! এখানে ? সর্বনাশ ! (দাঁড়িয়ে উঠলেন)

মাধুরী। [অদ্ভুত ধৈর্যে] সর্বনাশের কিছু কি বাকী আছে ?

মোহনলাল। [ধীরে ধীরে নতমুখে পদচারণা] না। এখন শুধু মুণ্ডটা মীরজাফরের আঘাতে কাঁধ থেকে খসতে যা দেরী। তারপরেই মীরজাফরের দালালীতে ইংরেজদের অবাধ রাজত্ব। ছড়িয়ে পড়বে বাংলা থেকে সারা ভারতে। আর অমর হবে মীরজাফর, জগৎশেঠ আর উমিচাঁদের নাম।

মাধুরী। এখনও কিন্তু পথ আছে দাদা।

মোহনলাল। [নিরাশায়] কোথায় পথ ? নবাব পালিয়েছেন; ইংরেজ এগিয়ে আসছে। চারিদিকে দেশদ্রোহীদের জয়। আমার বাহিনী—তাও ছত্রভঙ্গ। কোথায় পথ মাধুরী ?

মাধুরী। মুর্শিদাবাদে নবাবের সঙ্গে একযোগে ইংরেজকে বাধা দাও। ভাগলপুর থেকে মশিয়েঁ লা'র গোলন্দাজেরা আসছে। মুর্শিদাবাদের জনসাধারণকে অস্ত্র দিয়ে দাও। তারা যেখানে পারে ইংরেজ কাটুক। দিনের পর দিন, গ্রাম থেকে গ্রামে, সহর থেকে সহরে, লোককে সংগঠিত ক'রে ব্যতিব্যস্ত ক'রে ইংরেজকে তাড়াও আর মীরজাফরদের শেষ কর। এ ছাড়া, সাধারণের ওপর নির্ভর করা ছাড়া, তোমার আর কোন উপায় নেই। বাংলাকে বাঁচাবার ঐ একমাত্র পথ।

মোহনলাল। নবাব মুর্শিদাবাদে ? মশিয়েঁ লা কত দূরে তুই জানিস্ ? একটা ভালো ঘোড়া যদি পেতাম এখন !

মাধুরী। আমরা দুজনে এক ঘোড়াতেই যেতে পারি, এখনি। তোমাকে ধরাই এখন ওদের একমাত্র কাজ। এখনও তোমার অনুচর যারা আছে তাদের পাঠিয়ে দাও চতুষ্পার্শ্বের গ্রামে। জাগিয়ে তুলুক সকলকে—লাঠি, বঁটি, কাস্তে যা আছে তাই নিয়ে তারা এগিয়ে আসুক।

মোহনলাল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আমাদের ত

আর দেরী করা চলে না। মুর্শিদাবাদে ওদের আগে পেঁছাতে না পারলে সব ব্যর্থ হবে। ঘোড়া তৈরী?

মাধুরী। হাঁ।

মোহনলাল। তবে আর দেরী নয়, চল।

মাধুরী। দাঁড়াও, বড্ড রক্ত পড়ছে। তোমার পা'টা বেঁধে দি। [ব'লে চোখ মুছতে মুছতে ক্ষতস্থানগুলি বাঁধতে লাগলেন নিজের মাথার পাগড়ি ছিঁড়ে]

[মোহনলাল পলাশীর প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে রইলেন]

[পটক্ষেপ]

৩য় দৃশ্য

[হীরাঝিলে সিরাজউদ্দৌলার দরবার গৃহ। মসনদ খালি। মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, ইয়ার লতিফ, উমিচাঁদ, মানিকচাঁদ উপবিষ্ট। রক্ষকেরা চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান। সকলে নিশ্চুপ।

একটু পরে]

মিরজাফর। রায়দুল'ভ বড় বেশী বিলম্ব করছেন।

রাজবল্লভ। তিনি ভগবানগোলার পথে মোহনলালের অনুসরণ করছেন। সিরাজ ও মোহনলাল মশিয়েঁ লা'র বাহিনীর সঙ্গে যাতে মিলতে না পারে তার ব্যবস্থা না করতে পারলে সবই পণ্ডশ্রম।

মিরজাফর। মীরকাশেম এবং মীরণকে যথা-কর্তব্য করবার আদেশ দিয়েছি। [একটু হেসে] নসীব ভালো যে মীরমদন লড়াই-এই ফতে হয়েছে। আর কিছু

দেরী হলেই উঃ, চিন্তা করতেও গা শিউরে ওঠে! ওরা তবু পাটনার পথ ধরেছে—ওদের যাবার জায়গা আছে। আমরা কোথায় যেতাম? আমাদের যে জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ হত। [আবার হেসে] খুব কাটিয়ে ওঠা গিয়েছে যা হক।

[আবার সশঙ্ক স্তব্ধতা। মাঝে মাঝে যেন বহুদূর থেকে নারীকণ্ঠের কান্নার আওয়াজ।]

সিরাজের পরিবারবর্গকে এখানে রাখা আর সমীচীন নয়। ঘসেটি এখন আবার আমাদের পেছনে লাগবে আর আমিনাকে দেখলেই লোক ক্ষেপে উঠবে। ও সব জঞ্জাল না রাখাই ভালো। যত সব পথের কাঁটা!

রাজবল্লভ। সে কি আর বলতে।

[স্তব্ধতা]

[সপারিষদ ক্লাইবের প্রবেশ। সে এগিয়ে এসে মীরজাফরের হাত ধ'রে মসনদে বসিয়ে দিল]

ক্লাইব। [কুর্ণিশ ক'রে] বাংলা, বিহার ঔর উড়িষ্যার নবাব মীরজাফর আলি খাঁ বাণ্ডা ক্লাইবের এই সামান্য নজরাণা গ্রহণ করুন। ইংরাজ বণিক নবাবের বশ্যটা স্বীকার করিটেছে।

[একে একে অন্য সকলে কুর্ণিশ করল। রাজবল্লভ আর ইয়ার লতিফ তাদের ঈর্ষা কিছুতেই যেন গোপন রাখতে পারছে না]

ক্লাইব। [হাসতে হাসতে] আজ হামাডের ডেখিবার জন্য

মুর্শিডাবাডের রাস্তার দুইধারে যত লোক জমিয়াছে উহারা যদি একখানা করিয়া পাথরের টুকরা ছুঁড়িত টাহা হইলেই হামাডের মুর্শিডাবাড ছাড়িয়া পলাইটে হইত—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।

জগৎশেঠ। ওরা আবার পাথর ছুঁড়বে।

[সকলের সম্মতিসূচক হাস্য]

মানিকচাঁদ। তাই যদি ছুঁড়বে তাহলে আর সিরাজকে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালাতে হবে কেন, সাহেব? ছুঁড়বে ত নাই-ই বরং টাকা পেলে ধরিয়ে দেবে।

উমিচাঁদ। হিন্দুরা কখনও বিধর্মীকে দেখতে পারে সাহেব?

ক্লাইব। হামরা ভি ভিনধর্মী আছে। টুমি ফোর্ট উইলিয়মমে হামাডের নিকট কয়েড ছিল। হামাডের কি রূপে টুমি লোক ডেখিটে পারিবে? হাঃ হাঃ হাঃ

[উচ্চ হাস্য]

মানিকচাঁদ। তোমরা ত সাহেব মসনদে বসতে যাচ্ছ না। তোমরা বাণিজ্য নিয়ে থাকবে।

ক্লাইব। উ ত ঠিক বাত আছে, উ ত ঠিক বাত আছে

[বলতে বলতে হাতের টুপিটা মসনদে, মিরজাফরের ঠিক পাশেই রেখে দিল। সেই অবসরে]

রাজবল্লভ। (উমিচাঁদকে একান্তে) কেন ঘাঁটাচ্ছেন? দশলাখ টাকাটা কি ফেলনা?

[অন্তঃপুর থেকে নারীকণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ। সকলে চমকে উঠল]

ক্লাইব। সিরাজ আউর মোহনলালকে গ্রেপ্‌টার করা হইটেছে না কেন। উহারা ডল পাকাইটে পারে।

মীরজাফর। (মসনদ থেকে উঠে, ক্লাইবের হাত ধ'রে কথা বলতে বলতে তাকে একেবার মসনদের কাছে নিয়ে আসতে সে মসনদের উপর বুটশুদ্ধ পা 'দয়ে দাঁড়াল) পালাবে কোথায়। দেশের কেউ কি তাদের দেখতে পারে ? (একটু একান্তে) তাদের জবেহ্‌ না করতে পারলে আমারই কি স্বস্তি আছে। হেঁ, হেঁ, হেঁ হেঁ।

ক্লাইব। (একটু ধৈর্য হারিয়ে) টুমি লোককে ভি কে ডেখিটে পারে ? উ বাত ছোড়ো। আউর আধা ঘণ্টা গোলা ছুঁড়িলেই হামি লোক বিলকুল পলাশী ময়দানে ফৌত হইয়া যাইত। [ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে পদচারণা]

[সকল সভাসদই অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়ায়। মীরজাফর অসহায়ের মত মসনদে ব'সে পড়ে]

উমিচাঁদ। [এগিয়ে এসে] কিন্তু সিরাজের গুপ্ত ধনাগারই ত এখনও খোলা হয় নি। আমরা সকলেই আপনার অপেক্ষায় বসে আছি।

ক্লাইব। (একটু তুষ্ট হ'য়ে) বহুৎ আচছা। টাহা হইলে এখন চলুন, সিরাজউড্ডৌলার গুপ্ট ডৌলতখানা খুলিয়া ফেলা হউক। শুনিয়াছি বডমাস অনেক টাকা জমাইয়াছে। [মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে প্রস্থানোদ্যোগে আগে ক্লাইব, পেছনে মিরজাফর তারপর একে একে সকলে। সেই সময় আবার নারীকণ্ঠের আর্তনাদ।]

মিরজাফর। আঃ, আমিনা মাগীটে ত বড়ই জ্বালালে।

(বলতে বলতে প্রস্থান। অন্যান্যদের অনুগমন)

৪র্থ দৃশ্য

[রাস্তার পাশে একটা গাছের তলায় মোহনলাল আর মাধুরী। রাত্রি অনেক। একটি মশালের স্তিমিত আলো।]

মোহনলাল। পাটনায় রাজা জানকীরাম সেই ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী আর গোলন্দাজ দিল কিন্তু এত দেরীই করল যে কোনো কাজেই এল না। মুর্শিদাবাদ শত্রুর হাতে। নবাব পলাতক, হয়ত ল'র সন্ধানে। চারিদিকে চরগুলো বনবাদাড় পর্যন্ত তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজছে। আর আশা নেই মাধুরী। চারিদিকে অন্ধকার। কেউ জেগে আছে ব'লে ত মনে হয় না। রাজ্য হাত পালটায়, তাতে দেশের লোকের কি? তা না হ'লে মুর্শিদাবাদে সিরাজ একজনকেও কেন পেলেন না যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরবে? কেন আমাকে আজ মুর্শিদাবাদ ছেড়ে গোপনে পালাতে হচ্ছে নবাবের সন্ধানে? জন সাধারণের কথা বলছিস্—তারা কই? আমার প্রাণ হয়ত যাবে—কিন্তু সেই রক্তপাতের প্রতিশোধ নেবে কে মাধুরী? কে প্রতিশোধ নেবে?

মাধুরী। কেন, পথে তাদের দেখলে না? ঐ যারা দল বেঁধে ইংরেজের ছাউনি লুঠ করতে যাচ্ছে।

মোহনলাল। ওরা ত লুঠেড়া; হাড়ী-ডোম-বাগ্দী। ওরা সুবিধে পেলে আমাদের ছাউনিও লোঠে। ওরা রাখবে দেশ!

মাধুরী। বর্গীদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে দেশছাড়া ত ওরাই করেছিল। আর আজ পারবে না কেন? আলিবর্দী যেমন বিশ্বাস ক'রে সকলকে অস্ত্র দিয়েছিলেন তোমরা কেন, এই বিশ্বাসঘাতক-দের মুখোশ খুলে দিয়ে, তেমনি ক'রে, ঘরে ঘরে অস্ত্র দিয়ে দিলে না? তোমরা সেই মীরজাফর-জগৎ শেঠকেই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিলে? দেশের লোককে একবার ডেকে বলেছিলে—'ওরে, তোরা জেগে ওঠ!' ইংরেজের ছাউনি আর আমাদের ছাউনির তফাৎ ওরা যেই বুঝত অমনি ইংরেজের রেশমের কুঠিই ধূলিসাৎ করত, আমাদের ছাউনি নয়। এখনও সময় আছে দাদা। রাণী ভবানীর মত নারীও আছে। তাদের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে তুমি কৃষক সেনা গ'ড়ে তোলো—প্রতিরোধ করতে শেখাও। এখনও ইংরেজের শক্তি বিক্ষিপ্ত; মীরজাফর সন্ত্রস্ত। কারও শক্তি নেই এত মানুষকে ঠেকায়। মঁশিয়ে লা'র আশায় আর এমনি ক'রে নিজেকে শেষ করে দিও না।

মো। আমি যে এখন একা মাধুরী। কটা লোককে

জাগাতে পারব? কিন্তু লা'র বাহিনী এসে পড়লে লোকও পাব, হাঁফ ফেলবার সময়ও পাব।

মাধুরী। আর যদি না আসে তারা?

মোহনলাল। তাহলে—তাহলে—মীরজাফরকে খুন ক'রে নিজে মরব।

মাধুরী। আর একটা মীরজাফর ইংরেজের পেতে কতক্ষণ? কিন্তু ঐ যে পথে দেখলে চাষীরা গ্রামরক্ষীবাহিনী গড়ছে আর মোহনলালের নামে শপথ করছে, ওদের মধ্যে থেকে কত শত শত মোহনলাল বেরিয়ে আসতে পারে? গ্রামরক্ষীবাহিনী দেশরক্ষীবাহিনী হ'তে কতক্ষণ?

মোহনলাল মাঝে মাঝে তোর কথায় আশা হয়। ভাবি ওদেরই গ'ড়ে তুলি। কিন্তু আবার মুষড়ে পড়ি। মনে হয় ঐ চাষারা আবার সৈন্য হবে! ওরা রাখবে দেশ!

আঃ, বড় পিপাসা

মাধুরী। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি দেখি কোথাও জল পাওয়া যায় কি না।

মোহনলাল। না, না, এই রাতে, একা তুমি কোথায় যাবে!

মাধুরী। আঃ দাদা, তোমার বোন আমি, এ কথা কেন ভুলে যাচ্ছ? বর্গীর হাতে মরি নি; পলাশীর মাঠে একা বিচরণ করেছি; তখন ত কেউ সঙ্গে

ছিল না। ও সব দুর্বলতা তুমি ছাড়। তুমি চলতে পারলে তোমার সঙ্গেই যেতাম। কিন্তু যখন তা পারছ না তখন আমি সমর্থ থাকতে, এক পাত্র জলের জন্যে তুমি প্রাণ হারাবে, এই আমি চোখের সামনে দেখব?

[প্রস্থান।]

মোহনলাল। [শুয়ে শুয়ে] ভগবান শক্তি দাও, শক্তি দাও! [হাত মুঠি ক'রে] শক্তি! [উঠে বসতে গিয়ে ফের শুয়ে পড়লেন।]

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
[বেগে উঠে ব'সে] মহিষাসুর দলনী চণ্ডী,
খড়্গিণী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিণী, চাপিণী বাণ-ভূশণ্ডী পরিঘায়ুধা॥
দৈত্যবধে তোর সেই শক্তি আমার বাহুতে সঞ্চারিত কর্ মা।

[হাত জোড় ক'রে গাছে হেলান দিয়ে বসলেন। চোখ বোজা। এমন সময় মাটির পাত্রে জল নিয়ে মাধুরীর প্রবেশ]

মাধুরী। (কপালে হাত দিয়ে) দাদা, জল এনেছি।

মোহনলাল। (তাকিয়ে) এ্যাঁ, জল এনেছিস। (পান ক'রে) হবে মাধুরী, হবে। দেশ জাগবে। শুধু সময় চাই, সময়।

মাধুরী। (ব'সে) সময় ক'রে নিতে হবে দাদা, তোমাকে বাঁচতে হবে বিশ্বাসঘাতকদের হাত থেকে।

[ভূষণ সর্দারের প্রবেশ]

ভূষণ। [এগিয়ে এসে] আপনাদের আমরা চিনি গো। রায়দুল্লভের সেপাইরা খোঁজ পেয়েছে যে আপনারা এইখানডাতেই কোথাও লুকিয়ে আছ। উ-রা আঁতিপাঁতি ক'রে সব তালাস করতে নেগেছে।

মাধুরী। (চমকে) কি ক'রে জানল ?

ব্যক্তি। টাকায় কি না হয় মা-ঠাকরুণ? যে বলেছে উকেও মোরা কাল দেখে লোব। কিন্তু এখন আপনারা আর এইখানডায় থেকো না। আমাদের গেঁয়ো পল্টনদের এমন ক্ষ্যামতা নাই যে উদের ঠেকাই। আমার সঙ্গে আপনারা আসুন ক্যানে —লুকাবার আস্তানা ঠিক ক'রে তবে লিতে এইছি।

[মোহনলাল আর মাধুরী ইতস্তত: করছেন এমন সময় অদূরে কোলাহল। চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে এগিয়ে আসছে অনেক লোক—পালাবার পথ রুদ্ধ। লোকটি বনের মধ্যে কোথায় স'রে পড়ল। মোহনলাল আর লুকোবার চেষ্টা না করে তলোয়ার খুলে তৈরী হয়ে দাঁড়ালেন। ক্ষণেকের মধ্যেই মশালের আলোয় সে স্থান আলোকিত হ'য়ে উঠল। রায় দুর্লভ আর কয়েকজন সৈন্য দাঁড়াল মোহনলাল আর মাধুরীর সামনে। সশঙ্ক স্তব্ধতা।]

রায়দুর্লভ। সিরাজের মাথা রাখতে গিয়েছিলে এখন নিজের মাথা রাখে কে ? এ কি, সিরাজকে ছেড়ে মাধুরী

বিবিও যে দেখছি এইখানে! সিরাজ মরেছে বলে তুমি মরবে কেন? আরও কত লোককে এখনও ঐ চোখের আগুনে পোড়াতে বাকী? [হি হি ক'রে হাসতে থাকে]

মোহনলাল। সিরাজ নিহত!

[হাত থেকে তলোয়ার খ'সে পড়ল। ক্ষণিক সেই মোহের সুযোগে রায়দুর্লভের ইঙ্গিতে কয়েকজন তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল সেই মুহূর্তে]

মাধুরী। [মোহনলালের বাঁধনে বাধা দিতে গিয়ে রায় দুর্লভের দ্বারা ব্যাহত হ'য়ে, ক্ষোভে, ক্রোধে] মোহনলালকেও শেষ না করতে পারলে ইংরেজের রাজত্ব নিষ্কণ্টক করতে পারছ না, না? ইংরেজের পদলেহী কুকুর! মীরজাফরের অন্নদাস! (মাটিতে পা ঠুকে) নিপাত যা!

মোহনলাল। (অসহ্য ক্রোধে) কত টাকায় নিজেকে বেচলে রায়দুর্লভ?

রায়দুর্লভ। (সৈন্যদের প্রতি) দুটোরই মুখ বেঁধে দে।

মোহনলাল। হাঁ, যাতে বাংলাদেশের লোকেরা আর কথাটাও না বলতে পারে। (দ্বিধাগ্রস্ত সৈন্যদের প্রতি) ভাইসব, মুখ বাঁধো, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু ইংরেজের হাতে বিনাযুদ্ধে যে বাংলাদেশকে তুলে দেয় তার আদেশ তোমাদের মানতে ঘৃণা হয় না? ইচ্ছা হয় না তলোয়ার দিয়ে ওর মাথাটা দু'ফাঁক ক'রে দিতে?

ইংরেজের রক্তে ভেজা ঐ তলোয়ার লোটাচ্ছে মাটিতে—তুলে নিতে পার না কেউ ?

রায়। ভাঙে তবু মচকায় না। (সৈন্যদের প্রতি আবার) কি, কানে কম শুনিস না কি ? মুখ বেঁধে দে। (ব'লে নিজেই মাধুরীর মুখ বাঁধতে গেল। মাধুরী তাকে বাধা দিচ্ছে প্রাণপণ আর আবেদন করছে।]

মাধুরী। তোমরা কি বাঙালী নও ? তবে কেন এই দালালটার হাতে নিজেদের বোনের অপমান দাঁড়িয়ে দেখছ ? কি দিয়েছে তোমাদের ইংরেজ ? কিসের জন্য আজ তোমরা এই ক্রীতদাসের দাস ? হাতে অস্ত্র থাকতে, পলাশীর লজ্জা ঢাকতেও কি একবার এই নিমকহারামকে শিক্ষা দিতে পার না ? উঃ, নিপাত যাক মিরজাফর।

মোহনলাল। হা চণ্ডিকে !

(মাধুরীর মুখ বাঁধতে না পেরে তার গালে এক চড় মারল রায়দুর্লভ)

দু'জন সৈন্য। (এগিয়ে এসে) খবরদার।

মাধুরী। ইংরেজ নিপাত যাক্।

রায়দুর্লভ। (সেই সৈন্যদের একজনকে মেরে) শূয়ারকা বাচ্ছা ! খবরদার ! (আর একজনকে) গাঁ থেকে গাড়ী আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন ? দেখ, জলদি। (অন্যদের প্রতি) তোদের বললাম না ওদের মুখ বাঁধতে ? [সৈন্যেরা তখনও নড়ে না দেখে] নিমক-

হারাম সব। মুর্শিদাবাদ আর যেতে হবে না ভাবছ? মেয়ে মানষের চেখের বড় গুণ, না?

অন্য একজন সৈন্য। মুখ সামলে কথা বলবেন।

রায়দুর্লভ। (চারিদিকে তাকিয়ে সমস্ত সৈন্যকেই বিদ্রোহোন্মুখ দেখে, মিষ্টি গলায়) কেন বাপু, অন্যায়টা কি বলেছি? ওটাকে গাড়ীজাত করতে পারলেই ত মালখানা পেয়ে যাবি (মাধুরীর দিকে অশ্লীল দৃষ্টিপাত করল। নেপথ্যে গাড়ীর ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হ'তেই) নে, শালাকে গাড়ীতে তোল, এইবার। (ব'লে নিজেই মোহনলালকে আগে ধ'রতে যেতেই তাঁর এক ধাক্কায় প'ড়ে গিয়ে ধূলো ঝেড়ে উঠে একটা ডাল তুলে নিয়ে মোহনলালকে মারতে মারতে), শালা এখনও তেজ! (লাথি মেরে) মুণ্ডু নিয়ে ভেঁটাখেলা করব মুর্শিদাবাদে; এখন হয়েছ কি! (আবার প্রহার)

মাধুরী। (ছুটে গিয়ে) তোমরা এখনও দাঁড়িয়ে দেখছ? তোমরা মানুষ নও! বাঙালীর রক্ত নেই তোমাদের দেহে! (রায়দুর্লভ সেই ডাল দিয়ে মাধুরীকেও আঘাত করতেই সে প'ড়ে গেল মাটিতে। মাথা ফেটে রক্ত পড়তে লাগল।] তা না হ'লে, এখনও রায়দুর্লভ বেঁচে; এখনও ইংরেজ নিপাত যায় না!

সৈন্যেরা। (রায়দুর্লভের হাত থেকে ডাল কেড়ে ফেলে দিয়ে) বাঁচাচ্ছি ওকে এইবার। ধর্ শালাকে! (সকলে মিলে রায়দুর্লভকে আক্রমণ।)

মাধুরী। ইংরেজ নিপাত যাক! নিপাত যাক্ মীরজাফর! (উঠে দাঁড়াল রক্তাক্ত মুখে) ছেড় না ওকে। ও দেশ বেচেছে!

মোহনলাল। (অতিশয় উত্তেজিত কণ্ঠে) শীগ্‌গির আমার বাঁধন খুলে দে মাধুরী। শীগ্‌গির! (এমন সময়ে বন কাঁপিয়ে বহু কণ্ঠের ধ্বনি: 'ইংরেজ নিপাত যাক্।' সকলে চকিত হ'য়ে উঠল। মাধুরী উদ্‌ভ্রান্তের মত থমকে দাঁড়াল। আবার সেই ধ্বনি। সৈন্যেরা রায়দুর্লভকে বেঁধে ফেলতে গিয়েও থেমে গেল। সেই সুযোগে রায়দুর্লভ মোহনলালের তলপেটে তলোয়ার বসিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল।] আঃ শয়তান! (হাঁফাতে হাঁফাতে) ঐ পালায় নিমকহারাম!

[মাধুরী চমকে ফিরে তাকিয়ে তীব্র চীৎকারে দাদাকে জড়িয়ে ধরল]

মাধুরী। দাদা! দাদা!

সৈন্যেরা। (ঘটনা দেখেই) আরে কম্‌বখত্! মেরে পালিয়েছে!

(সকলের একসঙ্গে দ্রুত প্রস্থান)

[ধ্বনি আসতে লাগল এখনও দূর থেকে, 'ইংরেজ নিপাত যাক! মিরজাফর নিপাত যাক্!'

বহুকণ্ঠের প্রতিরোধের গান নিকটতর হ'তে লাগল; বেজে উঠল দামামা। মাধুরী সেই শব্দে চকিত হ'য়ে উঠল]

মাধুরী। (আকুল কান্না চেপে) ঐ আসছে দাদা! দেশের বাহিনী আসছে! দলে দলে আসছে!

মোহনলাল। (ক্ষতস্থান চেপে ধ'রে অতি কষ্টে, অতি ব্যাকুলতায়)
আমাকে বাঁচাতে পারিস্ মাধুরী—বাঁচাতে পারিস।
(বলতে বলতে ভেঙে পড়ছেন)

মাধুরী। (অসহায়তায়, আর্তনাদের মত) তোমাকে বাঁচতে হবে, তোমাকে বাঁচতে হবে! ঐ যে এসেছে ওরা!
(হঠাৎ চোখের দৃষ্টিতে অত্যুজ্জ্বল আভা। রক্ষী-বাহিনীর গান এবং আওয়াজ একবারে কাছে।]

মোহনলাল। (প'ড়ে গিয়েও উঠবার চেষ্টা ক'রে) তুলে ধর্ আমাকে মাধুরী! তুলে ধর! ওরা এসেছে, আর ভয় নেই!
...আর...পলাশী...পলাশী [মৃত্যু]

মাধুরী। (নিদারুণ ক্ষোভে, বেদনায়) আর একটু মোহনলাল, আর একটু!

(সেই দেশের মানুষের প্রতিরোধের গান নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছে; দামামার শব্দ হচ্ছে উগ্রতর। মাধুরী শোকে মোহনলালের উপর ভেঙে পড়েছেন।)

(পটক্ষেপ)